বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া
মহাপরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ

এস, এম, আরশাদ ইমাম, পরিচালক	- আহবায়ক
মোঃ হারিছ সরকার, প্রোগ্রামার	- সদস্য
মোঃ জামাল উদ্দিন, চীফ বিবলিওগ্রাফার/ উপপরিচালক	- সদস্য
তাহমিনা আক্তার, উপপরিচালক (আরকাইভস)	- সদস্য
মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আরকাইভস)	- সদস্য
মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, বিবলিওগ্রাফার	- সদস্য-সচিব

প্রচ্ছদ
মোঃ আশরাফুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর

প্রকাশকাল: ১৩ অক্টোবর ২০২২

মুদ্রণ ও প্রকাশনায়: আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতা হালনাগাদ চিত্র ফুটে উঠে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে এর ভূমিকা অপরিসীম। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার সেই বোধ থেকেই আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের সমন্বয়ে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত আরকাইভাল গুণসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার হলো জাতীয় আরকাইভস। মানুষের শত-সহস্র বছরের চিন্তা-চেতনা, গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতার বিকাশ ও ইতিহাসের কথামালা গ্রন্থিত হয়ে সৃষ্টি হয় গ্রন্থ। আর এই গ্রন্থরাজির কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা হলো জাতীয় গ্রন্থাগার। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও সৃজনশীল প্রকাশনা সংগ্রহ- সংরক্ষণের মাধ্যমে মূলত তথ্য ও গবেষণা সেবা প্রদানের কাজটি করে যাচ্ছে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিশাল পরিধি হতে উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিফলন হয়েছে প্রতিবেদনটিতে। এসব কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, কার্যাবলি, সাধারণ তথ্যাদি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ‘সংগৃহীত প্রকাশনা’ এবং ‘গবেষক ও পাঠক আগমন’ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি বলে সামগ্রিক মূল্যায়নে এর প্রভাব পড়েছে। তবে ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অনলাইনে শতভাগ আইএসবিএন বরাদ্দ প্রদান, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির ব্যাকলগ উত্তরণে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে নতুন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন, ২১টি শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ, অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) হালনাগাদকরণসহ বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সীমিত পরিসরে সরাসরি কিছু জাতীয় দিবস এবং অনলাইনে আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস, অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের ৯০ ভাগের বেশি কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

রূপকল্প-২০২১-এর ধারাবাহিকতায় ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং প্রযুক্তির ক্রমাগত দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ অধিদপ্তর। সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও প্রকাশনা সামগ্রীর

দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ এবং অনলাইন তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত ডিজিটাইজেশন প্রকল্পটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। যা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভক্ষণে অধিদপ্তরের জন্য সুসংবাদ যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতীয় আরকাইভস আইন ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ফলে নথিপত্র সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে থাকা অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো। বছরব্যাপী কর্মসম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

(ফরিদআহমদভূঁইয়া)
মহাপরিচালক

১৩ অক্টোবর ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	iii
১। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	১
১.১ ভূমিকা	১
১.২ রূপকল্প (Vision)	১
১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)	১
১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic objectives)	১
১.৫ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলি	১
২। প্রশাসনিক বিষয়াদি	
২.১ জনবল	৩
২.২ সাংগঠনিক কাঠামো	৫
২.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও অবসর	৬
২.৪ ফোকাল পয়েন্ট	৮
৩। আর্থিক বিষয়াদি	
৩.১ বাজেট	৯
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট	
৩.২ ছয় বছরের বাজেট পরিসংখ্যান	১২
৩.৩ রাজস্ব আয়	১২
৩.৪ অডিট	১৩
৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদনে অধিদপ্তর	
৪.১ জাতীয় আরকাইভসের কর্মকান্ড	১৪
৪.২ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকান্ড	১৮
৫। পেশাগত প্রশিক্ষণ	২১
৬। বিবিধ বিষয়	২৯
৭। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩১
৮। অধিদপ্তরের সেবা	৩২
৯। জাতীয় আরকাইভসের বিশেষ সংগ্রহসমূহ	৩৪
১০। বৈচিত্র্যময় সংগ্রহে জাতীয় গ্রন্থাগার	৩৬
১১। অধিদপ্তরের সাধারণ তথ্যাবলি	৩৯

১২। প্রবন্ধ

১২.১ জাতীয় কবির জীবনদর্শন ও লেখনী-আমিনুল ইসলাম ৪১

১৩। স্থিরচিত্রে ২০২১-২০২২ ৫৪

১৪। পরিশিষ্ট-ক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) অগ্রগতি প্রতিবেদন ৬২

১৫। পরিশিষ্ট-খ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন ৬৭

১৬। পরিশিষ্ট-গ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ৭০

১৭। পরিশিষ্ট-ঘ সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) ৭১

১৮। পরিশিষ্ট-ঙ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS)বার্ষিক প্রতিবেদন ৭৭

১৯। পরিশিষ্ট-চ জাতীয় আরকাইভসের উপদেষ্টা পরিষদ ৭৮

২০। পরিশিষ্ট-ছ জাতীয় আরকাইভসের গবেষণা ফরম ৭৯

২১। পরিশিষ্ট-জ জাতীয় আরকাইভ/জাতীয় গ্রন্থাগারের গবেষক/সদস্য আবেদন ফরম ৮০

২২।পরিশিষ্ট-ঝ জাতীয় আরকাইভস ব্যবহার নির্দেশিকা ৮১

২৪। পরিশিষ্ট-ঞ কপিরাইট আইনে পুস্তক জমাদান ৮২

২৫। পরিশিষ্ট-ট বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৮৩

২৬। পরিশিষ্ট-ঠ শব্দ সংক্ষেপ ৮৪

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

১.১ ভূমিকা

জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য সংশ্লিষ্ট উপাদান এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ''আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর'' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ০৪ (চার) একর জমি বরাদ্দ করা হয়। ১৯৮৫ সালে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয়। ২০০১ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় আরকাইভস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৬ সালে ভবন নির্মাণ ১ম পর্যায় এবং ২০১২ সালে জাতীয় আরকাইভস ভবন নির্মাণ ২য় পর্যায় সমাপ্ত হয়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিক ও গবেষকদের মূল্যবান সৃষ্টিকর্ম ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং পাঠক/গবেষক ও নাগরিকদের তথ্যসেবাদানের কাজ করে এ অধিদপ্তর। উল্লিখিত দায়িত্বপালনের মাধ্যমে অধিদপ্তরাধীন জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে বিধৃত চেতনাকেই সমুন্নত করে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ।

১.২ রূপকল্প (Vision)

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে নতুন প্রজন্মকে সংরক্ষিত তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহ করা।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

আরকাইভাল ডকুমেন্টস ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সেবার মাধ্যমে ইতিহাস সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক নতুন প্রজন্ম গঠন।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

- জাতির মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা ।
- ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা।
- পাঠক ও গবেষকদের তথ্য ও গবেষণা সেবা প্রদান করা ।
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করা ।
- সংস্কার ও নব উদ্ভাবনা সৃষ্টি করা ।
- তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা ।

১.৫ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলি

- বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল নতুন, সৃজনশীল ও মৌলিক প্রকাশনা এবং বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা;

- জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী মূল্য সম্পন্ন নথিপত্র ও সরকারি প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারকে সমৃদ্ধ করা;
- বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলপত্রের মূল বা সেকেন্ডারি কপি বিদেশি আরকাইভস ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা;
- অধিদপ্তরে সংগৃহীত তথ্যসামগ্রী ও নথিপত্রের আইনগত রক্ষক (Custodian) এর দায়িত্ব পালন করা;
- দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান তথ্যসামগ্রী মাইক্রোফিল্ম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ করা;
- যুগোপযোগী তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞানসামগ্রী এবং আরকাইভাল ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা;
- তথ্যসামগ্রীর অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- প্রচলিত আইন ও বিধি সাপেক্ষে পাঠক, গবেষক, প্রশাসক ও তথ্যানুসন্ধানকারীকে তথ্য ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা;
- আরকাইভস ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করা;
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা;
- বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করা;
- লেখক ও প্রকাশকদের ISBN প্রদান করা;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
- সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সময় সময় প্রদর্শনীর আয়োজন ও অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং
- আধুনিক গ্রন্থাগার ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

প্রশাসনিক বিষয়াদি

২.১ জনবল

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট পদসংখ্যা- ১৪৪টি।

ক্রমিক নং	পদবি	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১।	মহাপরিচালক	১	১	
২।	পরিচালক	২	১	১
৩।	প্রোগ্রামার	১	১	-
৪।	উপপরিচালক (আরকাইভস)	১	১	-
৫।	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক	১	১	-
৬।	উপপরিচালক	১	-	১
৭।	সহকারী পরিচালক	৪	১	৩
৮।	সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক	১	১	-
৯।	বিবলিওগ্রাফার	৩	২	১
১০।	গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	-
১১।	প্রোগ্রামিং অফিসার	১	-	১
১২।	মাইক্রোফিল্ম অফিসার	১	১	-
১৩।	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	-
১৪।	সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান	১	-	১
১৫।	জুনিয়র মাইক্রোফিল্মিং এন্ড ফটোষ্ট্যাটিং অফিসার	১	১	-
১৬।	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	-	১
১৭।	ISBN অফিসার	১	-	১
১৮।	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১	-	১
১৯।	ডকুমেন্টেশন অফিসার	১	-	১
২০।	কম্পাইলেশন অফিসার	১	-	১
২১।	আইসিটি ল্যাব টেকনিশিয়ান	১	-	১
২২।	লাইব্রেরিয়ান	১	১	-
২৩।	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আরকাইভস)	৬	৩	৩
২৪।	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (লাইব্রেরি)	৫	৫	-
২৫।	অফিস সুপারিনটেনডেন্ট	১	-	১
২৬।	প্রধান সহকারী	১	-	১
২৭।	কম্পিউটার অপারেটর	৫	৩	২
২৮।	হিসাবরক্ষক	১	১	-
২৯।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩	২	১
৩০।	ক্যাটালগার	১	-	১
৩১।	সিনিয়র হস্তলিপি সহকারী	১	-	১

৩২।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩	২	১
৩৩।	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আ:)	৬	৬	-
৩৪।	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (লাই:)	৪	৪	-
৩৫।	ক্যাশিয়ার	১	-	১
৩৬।	স্টোর এসিসটেন্ট/উচ্চমান সহকারী	১	১	-
৩৭।	উচ্চমান সহকারী	১	১	-
৩৮।	মাইক্রোফিল্ম অপারেটর	২	২	-
৩৯।	হিসাব সহকারী	১	১	-
৪০।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯	৯	-
৪১।	লেমিনেশন মেশিন অপারেটর	২	১	১
৪২।	ল্যাবরেটরী সহকারী	২	২	-
৪৩।	পাঠকক্ষ সহকারী	৩	-	৩
৪৪।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২	-	২
৪৫।	স্ট্যাক রুম সহকারী	২	-	২
৪৬।	ISBN সহকারী	১	-	১
৪৭।	ফিউমিগেশন সহকারী	১	-	১
৪৮।	হস্তলিপি সহকারী	২	২	-
৪৯।	ড্রাইভার	৩	৩	-
৫০।	ফটোকপি অপারেটর	১	১	-
৫১।	ডেসপাচ রাইডার	১	-	১
৫২।	লিফট অপারেটর	২	২	-
৫৩।	বুক সর্টার	৪	৩	১
৫৪।	মেন্ডার কাম বাইন্ডার	২	১	১
৫৫।	দপ্তরী	৩	২	১
৫৬।	রেকর্ড সর্টার	১	১	-
৫৭।	অফিস সহায়ক	১২	৭	৫
৫৮।	অফিস সহায়ক (নিরাপত্তা প্রহরী)	১	১	-
৫৯।	অফিস সহায়ক (মালি)	১	১	
৬০।	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	-
৬১।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৪	৪	-
৬২।	মেন্ডার কাম বাইন্ডার (আউট সোর্সিং)	১	১	-
৬৩।	রেকর্ড সর্টার (আউট সোর্সিং)	২	২	-
৬৪।	অফিস সহায়ক (আউট সোর্সিং)	৫	৫	-
৬৫।	মালি (আউট সোর্সিং)	১	১	-
৬৬।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (আউট সোর্সিং)	৩	৩	-
	মোট	**১৪৪টি**	**৯৯টি**	**৪৫টি**

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১৪৪টি পদের সাংগঠনিক কাঠামো

কার্য তালিকা :

১. জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত মূল্যবান প্রকাশনা ও দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারকে সমৃদ্ধ করা;
২. কপিরাইট আইনে বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল নতুন, সৃজনশীল ও মৌলিক প্রকাশনা এবং বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা;
৩. বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলপত্রের মূল বা সেকেন্ডারি কপি বিদেশি আরকাইভস ও অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা;
৪. অধিদপ্তরে সংগৃহীত তথ্যসামগ্রী ও নথিপত্রের আইনগত রক্ষক (Custodian) এর দায়িত্ব পালন করা;
৫. দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান তথ্যসামগ্রী মাইক্রোফিল্ম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ করা;
৬. যুগোপযোগী টেকসই তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞানসামগ্রী এবং আরকাইভাল ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা;
৭. তথ্যসামগ্রীর অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
৮. প্রচলিত আইন ও বিধি সাপেক্ষে পাঠক, গবেষক, প্রশাসক ও তথ্যানুসন্ধানকারীকে তথ্য ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা;
৯. আরকাইভস ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করা;
১০. জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করা;
১১. লেখক ও প্রকাশকদের ISBN প্রদান করা;
১২. প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
১৩. পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
১৪. সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সময় সময় প্রদর্শনীর আয়োজন ও অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং
১৫. আধুনিক গ্রন্থাগার ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

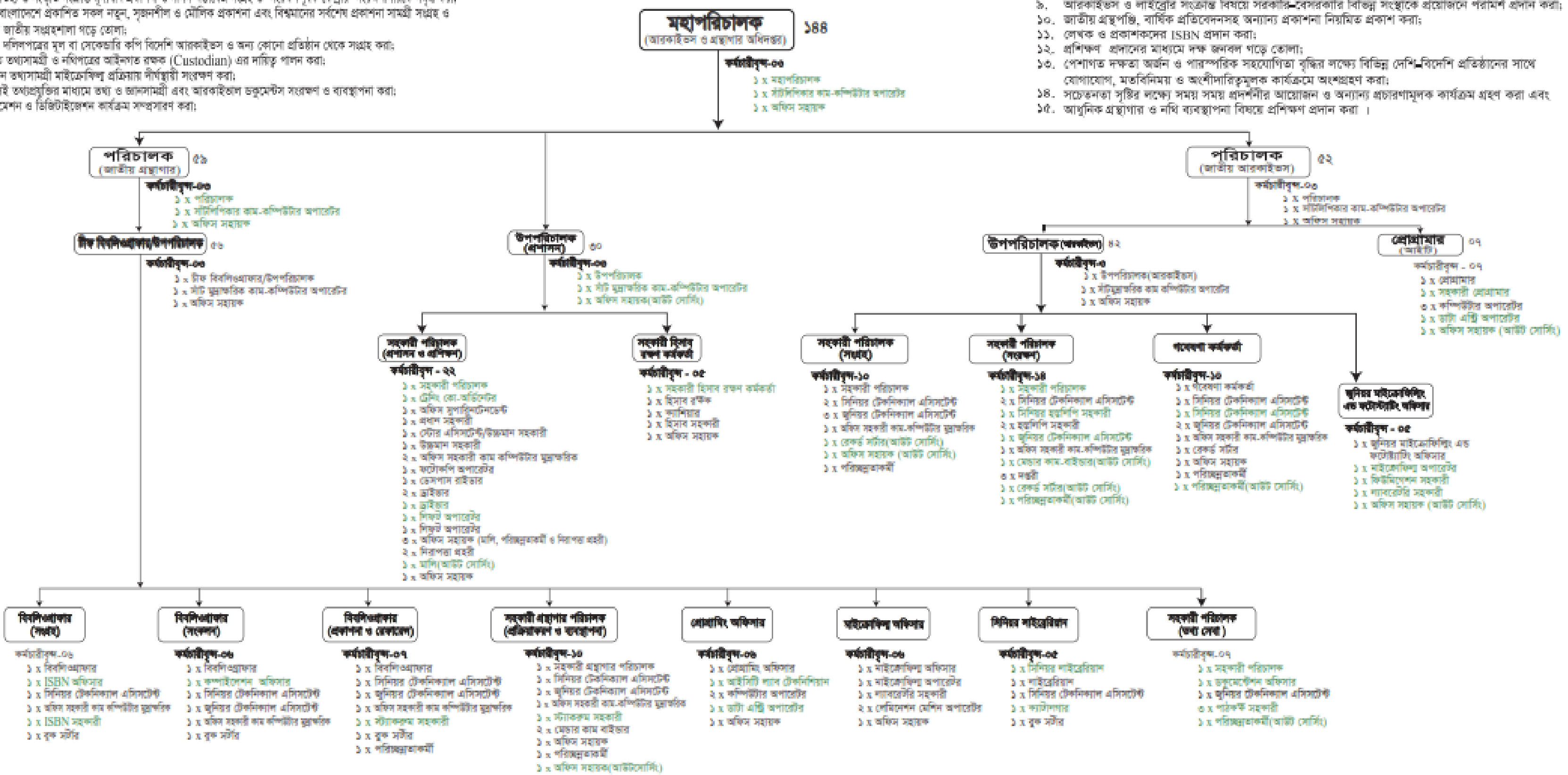

জনবলের সারসংক্ষেপ-০১

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড	স্থায়ী পদ	অস্থায়ী পদ	মোট পদ
১.	মহাপরিচালক	২য়	-	১	১
২.	পরিচালক	৩য়	১	১	২
৩.	উপপরিচালক(আরকাইভস)	৬ষ্ঠ	১	-	১
৪.	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক	৬ষ্ঠ	১	-	১
৫.	উপপরিচালক	৬ষ্ঠ	-	১	১
৬.	প্রোগ্রামার	৬ষ্ঠ	১	-	১
৭.	সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক	৯ম	১	-	১
৮.	সহকারী পরিচালক	৯ম	১	৩	৪
৯.	বিবলিওগ্রাফার	৯ম	৩	-	৩
১০.	গবেষণা কর্মকর্তা	৯ম	১	-	১
১১.	প্রোগ্রামিং অফিসার	৯ম	১	-	১
১২.	মাইক্রোফিল্ম অফিসার	৯ম	১	-	১
১৩.	সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান	৯ম	-	১	১
১৪.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯ম	-	১	১
	২য় থেকে ৯ম গ্রেডভুক্ত পদ		১২	৮	২০
১৫.	জুনিয়র মাইক্রোফিল্মিং এন্ড ফটোস্ট্যাটিং অফিসার	১০ম	১	-	১
১৬.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০ম	-	১	১
১৭.	আইসিটি ল্যাব টেকনিশিয়ান	১০ম	-	১	১
১৮.	ISBN অফিসার	১০ম	-	১	১
১৯.	কম্পাইলেশন অফিসার	১০ম	-	১	১
২০.	ডকুমেন্টেশন অফিসার	১০ম	-	১	১
২১.	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১০ম	-	১	১
	১০ম গ্রেডভুক্ত পদ		১	৬	৭

জনবলের সারসংক্ষেপ-০২

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড	স্থায়ী পদ	অস্থায়ী পদ	মোট পদ
২২.	লাইব্রেরিয়ান	১১	০১	-	০১
২৩.	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (আরকাইভস)	১১	০৫	০১	০৬
২৪.	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (লাইব্রেরি)	১৩	০৫	-	০৫
২৫.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	০৫	-	০৫
২৬.	অফিস সুপারিনটেনডেন্ট	১৩	০১	-	০১
২৭.	প্রধান সহকারী	১৩	০১	-	০১
২৮.	হিসাবরক্ষক	১৩	০১	-	০১
২৯.	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩	০১	০২	০৩
৩০.	ক্যাশিয়ার	১৩	-	০১	০১
৩১.	সিনিয়র হস্তলিপি সহকারী	১৩	-	০১	০১
৩২.	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (আরকাইভস)	১৪	০৫	০১	০৬
৩৩.	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (লাইব্রেরি)	১৪	০৪	-	০৪
৩৪.	বাইন্ডার	১৪	০১	-	০১
৩৫.	স্টোর এসিস্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী	১৪	০১	-	০১
৩৬.	উচ্চমান সহকারী	১৪	০১	-	০১
৩৭.	মাইক্রোফিল্ম অপারেটর	১৪	০১	০১	০২
৩৮.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৪	০২	০১	০৩
৩৯.	হস্তলিপি সহকারী	১৪	০২	-	০২
৪০.	ল্যাবরেটরি সহকারী	১৬	০১	০১	০২
৪১.	লেমিনেশন মেশিন অপারেটর	১৬	০২	-	০২
৪২.	হিসাব সহকারী	১৬	০১	-	০১
৪৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	০৯	-	০৯
৪৪.	ISBN সহকারী	১৬	-	০১	০১
৪৫.	পাঠকক্ষ সহকারী	১৬	-	০৩	০৩

জনবলের সারসংক্ষেপ-০৩

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	স্থায়ী পদ	অস্থায়ী পদ	মোট পদ
৪৬.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	-	০২	০২
৪৭.	স্ট্যাকরুম সহকারী	১৬	-	০২	০২
৪৮.	ডিজিটাইজেশন সহকারী	১৬	-	০১	০১
৪৯.	ড্রাইভার	১৫/১৬	০২	০১	০৩
	১১ থেকে ১৬তম গ্রেডভুক্ত পদ		৫২	১৯	৭১
৫০.	ফটোকপি অপারেটর	১৮	০১	-	০১
৫১.	ডেসপাচ রাইডার	১৮	০১	-	০১
৫২.	লিফট অপারেটর	১৯	০১	০১	০২
৫৩.	মেন্ডার কাম বাইন্ডার	১৯	০২	-	০২
৫৪.	দপ্তরী	১৯	০৩	-	০৩
৫৫.	বুক সর্টার	১৯	০৪	-	০৪
৫৬.	রেকর্ড সর্টার	১৯	০১	-	০১
৫৭.	অফিস সহায়ক	২০	১২	০২	১৪
৫৮.	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	০২	-	০২
৫৯.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২০	০৪	-	০৪
৬০.	মেন্ডার কাম বাইন্ডার (আউটসোর্সিং)	-	-	০১	০১
৬১.	রেকর্ড সর্টার (আউটসোর্সিং)	-	-	০২	০২
৬২.	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	-	-	০৫	০৫
৬৩.	মালি (আউটসোর্সিং)	-	-	০১	০১
৬৪.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী (আউটসোর্সিং)	-	-	০৩	০৩
	১৭ থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত পদ		৩১	১৫	৪৬
	সর্বমোট পদ (২০+০৭+৭১+৪৬)		৯৬	৪৮	১৪৪

যানবাহনের অনুমোদিত সংখ্যা

ক্রমিক নং	যানবাহনের ধরন	সংখ্যা
০১.	জীপ	১
০২.	কার	১
০৩.	মাইক্রোবাস	১
০৪.	মটর সাইকেল	১

অফিস সরঞ্জামাদি-০১

ক্রমিক নং	নাম	সংখ্যা
১)	ফটোকপি মেশিন	০৮ টি
২)	স্ক্যান কপিয়ার মেশিন	০২ টি
৩)	SAN/NAS/[illegible] স্টোরেজ	০৩ টি
৪)	স্ক্যানার	০৫ টি
৫)	লেমিনেশন মেশিন	০২ টি
৬)	PDU	০১ টি
৭)	UPS with Battery	০১ টি
৮)	UPS with Cabinet	০১ টি
৯)	অনলাইন ইউপিএস	০৫ টি
১০)	আইপিএস	০১ টি
১১)	সার্ভার	০৫ টি
১২)	স্টিল ক্যামেরা	০১ টি
১৩)	ভিডিও ক্যামেরা	০২ টি
১৪)	আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর	০১ টি
১৫)	সিসি টিভি ক্যামেরা	১৬ টি
১৬)	পিএবিএক্স সিস্টেম	২ সেট
১৭)	ডোর এক্সেস কন্ট্রোলার	১০ টি
১৮)	অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি	০২ সেট
১৯)	[illegible] মেশিন	০১ সেট
২০)	ম্যাপ প্রটেকশন এবং রিস্টোরেশন মেশিন ([illegible])	০২ সেট
২১)	পাম্প মেশিন	০১টি
২২)	৫০০ কেভিএ জেনারেটর	০১টি

অফিস সরঞ্জামাদি-০২

ক্রমিক নং	নাম	সংখ্যা
২৩)	১০০ কেভিএ জেনারেটর	০১ টি
২৪)	[illegible] পিলিং মেশিন	০১ টি
২৫)	বোর্ড কাটিং মেশিন (হস্ত চালিত)	০১ টি
২৬)	প্রেস মেশিন (হস্ত চালিত)	০১ টি
২৭)	[illegible] কাটিং মেশিন	০১ টি
২৮)	ঘাস কাটিং মেশিন (হস্ত চালিত/ইলেকট্রিক)	০৩ টি
২৯)	লিফট	০৩ টি
৩০)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৭০ টি
৩১)	[illegible] শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৫০ টি
৩২)	কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	০২ টি
৩৩)	মাইক্রোফিল্ম মেশিন ([illegible])	০২ টি
৩৪)	[illegible] লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট [illegible] সফটওয়্যার	০১ টি
৩৫)	আরকাইভস অটোমেশন সফটওয়্যার	০১ টি
৩৬)	ইলেকট্রিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	০৪ টি
৩৭)	ইলেকট্রিক পেপার কাটিং মেশিন	০১ টি
৩৮)	আইডি কার্ড প্রিন্টার	০১ টি
৩৯)	বারকোড প্রিন্টার	০১ টি
৪০)	পিএ সিস্টেম	০২ টি
৪১)	ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার	০১ টি
৪২)	ZEUTSCHEL OS12000 ওভারহেড স্ক্যানার	০১ টি
৪৩)	ATIZ BOOK Drive Pro ওভারহেড স্ক্যানার	০২ টি
৪৪)	KIRTAS Automated Book স্ক্যানার	০১ টি

■ হলুদ কালিতে চিহ্নিত পদগুলো স্থায়ী পদ।
■ সবুজ কালিতে চিহ্নিত পদগুলো অস্থায়ী পদ।

মহাপরিচালক
(আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর)

সচিব
(প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়)

২.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও অবসর

(ক) নিয়োগ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন গ্রেডের ২০জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	নাম	পদের নাম
১.	জনাব খুজিস্তা রুবাইয়াত	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আরকাইভস)
২.	জনাব হেপী আক্তার	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
৩.	জনাব মোঃ জুবায়ের গাজী	হিসাব রক্ষক
৪.	জনাব ফেরদৌসী বেগম	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
৫.	জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আরকাইভস)
৬.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (লাইব্রেরি)
৭.	জনাব মোঃ মাহাবুব ইসলাম	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (লাইব্রেরি)
৮.	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (লাইব্রেরি)
৯.	জনাব মাসুদ রানা	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১০.	জনাব বাবু রাজিব গান্ধী	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১১.	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান শেখ	ড্রাইভার
১২.	জনাব মোঃ আব্দুল আলিম	লিফট অপারেটর
১৩.	জনাব আলীনূর মিয়া	রেকর্ড সর্টার
১৪.	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম	দপ্তরী
১৫.	জনাব মোঃ সামিউল ইসলাম	দপ্তরী
১৬.	জনাব সারোয়ার মাহমুদ	দপ্তরী
১৭.	জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন	বুক সর্টার
১৮.	জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম	বুক সর্টার
১৯.	জনাব মোঃ রুবেল হাসান	অফিস সহায়ক
২০.	জনাব নুশরাত জাহান সিনথিয়া	অফিস সহায়ক

(খ) পদোন্নতি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে দুইজন কর্মকর্তা পদোন্নতি লাভ করেন। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে ছক আকারে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	পূর্বপদ	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদ	পদোন্নতির তারিখ
১.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন	বিবলিওগ্রাফার	চিফ বিবলিওগ্রাফার/ উপপরিচালক	১৪/১১/২০২১
২.	জনাব তাহমিনা আক্তার	প্রোগ্রামিং অফিসার	উপপরিচালক (আরকাইভস)	19/12/2021

(গ) অবসর

২০২১-২০২২ অর্থবছরে একজন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে ছক আকারে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	পিআরএল গমনের তারিখ
১.	জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন	প্রধান সহকারী	০৫/০৮/২০২১
২.	জনাব মোহাম্মদ আলী	অফিস সুপারিনটেনডেন্ট	০১/১১/২০২১
৩.	জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ	ডেসপাচ রাইডার	০৭/১১/২০২১
৪.	জনাব হোসনেয়ারা বেগম	অফিস সহায়ক	০১/০১/২০২২
৫.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	লেমিনেশন মেশিন অপারেটর	১৭/০২/২০২২
৬.	জনাব মোসা: মাসুদা খানম	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৮/০৫/২০২২
৭.	জনাব হোসনে আরা আরজু	ক্যাশিয়ার	২১/০৫/২০২২

২.৪ ফোকাল পয়েন্ট

ফোকাল পয়েন্ট/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ক্র.নং	ছবি	শিরোনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	বিকল্প কর্মকর্তা
১		নৈতিকতা কমিটি	ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ইমেইল: dg@nanl.gov.bd ফোন: ০২-৫৮১৫৩৬৭০	
২		এসডিজি কমিটি	মোঃ হারিছ সরকার প্রোগ্রামার ইমেইল: haris@nanl.gov.bd মোবাইল : ০১৯১৩৩৮৪৮৯৫	
		টিওএন্ডই ও সিটিজেন চার্টার	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) ইমেইল : tani.nlb@gmail.com মোবাইল: ০১৯১১৫০৩১৩২	
		বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	মোঃ আবু দাউদ বিবলিওগ্রাফার ইমেইল: abudaudnlb@gmail.com মোবাইল: ০১৫৩১৯৫৮৪৮৯	
		অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন বিবলিওগ্রাফার (প্রকাশনা ও রেফারেন্স) ইমেইল: muslim.uddin@nanl.gov.bd মোবাইল: ০১৭৫৪৪৭৮৬৭১	
		ইনোভেশন ও তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ইমেইল: elias_004@yahoo.com মোবাইল: ০১৯১১০৪৬৯৮	মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক (বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা)
		কল্যাণ কর্মকর্তা	মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ই-মেইল:shahadut.adnlb@gmail.com মোবাইল: ০১৬৮৭৩৪৯০২১	
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তাবায়ন	মোঃ আলী আকবর সহকারী পরিচালক ইমেইল: aliakbarlabib@yahoo.com মোবাইল: ০১৮১৬৭৫০৭৪৯	

আর্থিক বিষয়াদি

৩.১ বাজেট
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন বিবরণী

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১৩৪ - সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড / পরিচালন ইউনিট / মাঠ অফিস / অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত					অননুমোদিত	
		বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণ	প্রত্যাহার
১৩৪০৩	**আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর**							
১৩৪০৩০১	**আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর**							
১৩৪০৩০১১১৯১৬০	**আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর**							
৩১১১	**নগদ মজুরি ও বেতন**							
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৯৪,০০০	০	৯৪,০০০	৭৩,১৮৫	২০,৮১৪	০	০
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১,৬৫,০০০	০	১,৬৫,০০০	১,৪৪,৭১০	২০,২৮৯	০	০
৩১১১২০৯	ছুটি নগদায়ন বেতন (কর্মচারী)	২৮,০০০	০	২৮,০০০	২৬,৪০০	১,৬০০	০	০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩,৫০০	০	৩,৫০০	২,৪১৫	১,০৮৪	০	০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৬,৮০০	০	৬,৮০০	৪,৪২০	২,৩৮০	০	০
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১,৩৫,০০০	০	১,৩৫,০০০	৮০,০৩৫	৫৪,৯৬৪	০	০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৯,০০০	০	১৯,০০০	১৫,১৭০	৩,৮২৯	০	০
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৭০০	০	৭০০	৫১০	১৯০	০	০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২,২০০	০	২,২০০	১,১৬৫	১,০৩৪	০	০
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩,২০০	০	৩,২০০	১,৬১২	১,৫৮৭	০	০
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১,১০০	০	১,১০০	২৬৬	৮৩৩	০	০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৬২,৮৫০	০	৬২,৮৫০	৫৩,৭৪৭	৯,১০২	০	০
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৫,০০০	০	৫,০০০	৪,৩১৯	৬৮০	০	০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৬,০০০	০	৬,০০০	৫,৩৯৩	৬০৬	০	০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৩০০	০	৩০০	২৪০	৬০	০	০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩,৮৩০	০	৩,৮৩০	৩,৮১৮	১১	০	০
	উপমোট- নগদ মজুরি ও বেতন:	**৫,৩৬,৪৮০**	**০**	**৫,৩৬,৪৮০**	**৪,১৭,৪১১**	**১,১৯,০৬৮**	**০**	**০**
৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**							
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২,০০০	০	২,০০০	১,৯৯৫	৪	০	০
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৩,৫০০	০	৩,৫০০	৩,৪৯২	৭	০	০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৬১,০০০	০	৬১,০০০	৪২,৮৮৯	১৮,১১০	০	০
৩২১১১১৫	পানি	৪,০০০	০	৪,০০০	৩,৯৭৪	২৫	০	০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৭,০০০	০	৭,০০০	৪,৮৪৩	২,১৫৬	০	০
৩২১১১২০	টেলিফোন	১,০০০	০	১,০০০	২৯৩	৭০৬	০	০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৩,০০০	০	৩,০০০	১,৬৯২	১,৩০৭	০	০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৪২৪	৫৭৫	০	০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৩৮,০০০	০	৩৮,০০০	৩১,৩৪২	৬,৬৫৭	০	০
৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	১,৫০০	০	১,৫০০	১,২২৫	২৭৫	০	০
৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরীক্ষা	৯,২৪০	০	৯,২৪০	৯,২৪০	০	০	০
	উপমোট- প্রশাসনিক ব্যয়:	**১,৩৩,২৪০**	**০**	**১,৩৩,২৪০**	**১,০৩,৪১৩**	**২৯,৮২৬**	**০**	**০**
৩২৩১	**প্রশিক্ষণ**							
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	২৮,০০০	০	২৮,০০০	২৭,৯৯৪	৬	০	০
	উপমোট- প্রশিক্ষণ:	**২৮,০০০**	**০**	**২৮,০০০**	**২৭,৯৯৪**	**৬**	**০**	**০**
৩২৪৩	**পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট**							
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	[illegible]	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০	০
	উপমোট- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট:	**[illegible]**	**০**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**০**	**০**

মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিতরণ - বিস্তারিত

১৩৪ - সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত					অননুমোদিত	
					বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণ	প্রত্যাহার
			৩২৪৪	**ভ্রমণ ও বদলি**							
			৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩,৫০০	০	৩,৫০০	৬৩৫	২,৮৬৪	০	০
				উপমোট- ভ্রমণ ও বদলি:	**৩,৫০০**	**০**	**৩,৫০০**	**৬৩৫**	**২,৮৬৪**	**০**	**০**
			৩২৫৩	**জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ**							
			৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা সেবা (ভাড়ার ভিত্তিতে)	৫২,০০০	০	৫২,০০০	৪৬,১৫৮	৫,৮৪২	০	০
				উপমোট- জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ:	**৫২,০০০**	**০**	**৫২,০০০**	**৪৬,১৫৮**	**৫,৮৪২**	**০**	**০**
			৩২৫৫	**মুদ্রণ ও মনিহারি**							
			৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৯৯৯	১	০	০
			৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৯৯৯	০	০	০
			৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৮,০০০	০	৮,০০০	৭,৯৯৮	১	০	০
				উপমোট- মুদ্রণ ও মনিহারি:	**১৪,০০০**	**০**	**১৪,০০০**	**১৩,৯৯৬**	**৩**	**০**	**০**
			৩২৫৬	**সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী**							
			৩২৫৬১০৬	পোশাক	২,৫০০	০	২,৫০০	২,২১৩	২৮৬	০	০
				উপমোট- সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী:	**২,৫০০**	**০**	**২,৫০০**	**২,২১৩**	**২৮৬**	**০**	**০**
			৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**							
			৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	১,০০০	০	১,০০০	৯০৯	৯১	০	০
			৩২৫৭২০৬	সম্মানী	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৮৬৯	১৩০	০	০
			৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৬,০০০	০	৬,০০০	৫,৯২৮	৭১	০	০
				উপমোট- পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়:	**১০,০০০**	**০**	**১০,০০০**	**৯,৭০৭**	**২৯২**	**০**	**০**
			৩২৫৮	**মেরামত ও সংরক্ষণ**							
			৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩,০০০	০	৩,০০০	১,৯২৬	১,০৭৩	০	০
			৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১,০০০	০	১,০০০	৭২৪	২৭৫	০	০
			৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৯৫৯	৪০	০	০
			৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	২,৫০০	০	২,৫০০	২,২২২	২৭৭	০	০
			৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৪,৫০০	০	৪,৫০০	৪,৪৯৮	১	০	০
			৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২,০০০	০	২,০০০	১,৪০২	৫৯৭	০	০
			৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১২,০০০	০	১২,০০০	১১,৭৫০	২৫০	০	০
				উপমোট- মেরামত ও সংরক্ষণ:	**২৮,০০০**	**০**	**২৮,০০০**	**২৫,৪৮৪**	**২,৫১৫**	**০**	**০**
			৩৮২১	**আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়**							
			৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৩০০	০	৩০০	০	৩০০	০	০
			৩৮২১১০৩	পৌর কর	২,৫০০	০	২,৫০০	১,৯৫৬	৫৪৩	০	০
			৩৮২১১১৬	বিমা	২,০০০	০	২,০০০	২,০০০	০	০	০
				উপমোট- আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়:	**৪,৮০০**	**০**	**৪,৮০০**	**৩,৯৫৬**	**৮৪৩**	**০**	**০**
			৪১১২	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**							
			৪১১২১০১	মোটরযান	৪৪,০০০	০	৪৪,০০০	৪৩,৯৫০	৫০	০	০
			৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১১,০০০	০	১১,০০০	১০,৯৯৯	০	০	০
			৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২,০০০	০	২,০০০	১,৯৬৩	৩৬	০	০
			৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৬,৫০০	০	৬,৫০০	৬,৪৯৩	৬	০	০
				উপমোট- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:	**৬৩,৫০০**	**০**	**৬৩,৫০০**	**৬৩,৪০৭**	**৯২**	**০**	**০**
			৪১১৩	**অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ**							
			৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফট্ওয়্যার	৫০০	০	৫০০	৩৫০	১৫০	০	০
				উপমোট- অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ:	**৫০০**	**০**	**৫০০**	**৩৫০**	**১৫০**	**০**	**০**
				মোট:	**৮,৮৬,৫২০**	**০**	**৮,৮৬,৫২০**	**৭,২১,৯৫৯**	**১,৬৪,৫৬০**	**০**	**০**

মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিতরণ - বিস্তারিত

১৩৪ - সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত					অননুমোদিত	
					বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণ	প্রত্যাহার
				মোট- আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর:	৮,৮৬,০২০	০	৮,৮৬,০২০	৭,২১,৯৫৯	১,৬৪,০৬০	০	০
				মোট- আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর:	৮,৮৬,০২০	০	৮,৮৬,০২০	৭,২১,৯৫৯	১,৬৪,০৬০	০	০
				মোট- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়:	৮,৮৬,০২০	০	৮,৮৬,০২০	৭,২১,৯৫৯	১,৬৪,০৬০	০	০

৩.২ সাত বছরের বাজেট পরিসংখ্যান

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থবছর	বাজেট (সংশোধিত)	বাজেট
২০১৫-২০১৬	৪,৫৫,৯০	৩,৫৫,০৫
২০১৬-২০১৭	৫,৪২,৩৫	৫,৩৬,১২
২০১৭-২০১৮	৬,৩৪,৬৮	৫,৫০,০০
২০১৮-২০১৯	৭,৫০,৫৬	৬,৪০,০০
২০১৯-২০২০	৭,১৬,৮৫	৭,০২,৮৫
২০২০-২০২১	৭,১৫,০০	৭,৮১,০০
২০২১-২০২২	৮,৮৬,০২	৮,০৫,০০

৩.৩ রাজস্ব আয়

জাতীয় আরকাইভসের সদস্য ফি, ফটোকপি ফি, স্ক্যানিং ফি ও ক্যামেরার সাহায্যে ছবি উঠানোর ফি বাবদ এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য ফি, ফটোকপি সেবাদান ফি, স্ক্যানিং ফি, ক্যামেরার সাহায্যে ছবি উঠানোর ফি এবং অডিটোরিয়াম ভাড়া প্রভৃতি বাবদ মোট=৮,৬৬,৫১৭/- (আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত সতের) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে যা ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৩.৪ অডিট

অডিট প্রতিবেদন

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	অর্থবছর ভিত্তিক অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমান	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	১৯৯৭-২০১৩ ০১টি (অগ্রিম)	১,৮৬,৩১১/-	০২টি	-	০১টি	অনাদায়ী প্রতিষ্ঠান হতে ১,৮৬,৩২১ টাকা ট্রেজারি চালান জমা দেয়া হয়েছে।
২।	২০১৭-২০১৮ ০৬টি (সাধারণ)	৪৬,৬৩,৮৮২/-	০১টি	-	০৬টি	১৬ আগস্ট ২০২০ ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২৪/০৮/২০২০ তারিখে তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছেন।
৩।	২০১৮-১৯ ০৬টি (সাধারণ)	৭,২৭,০১৭/-	০১টি	-	০৬টি	ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদনে অধিদপ্তর

অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম দুইটি প্রতিষ্ঠান তথা জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। নিম্নে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছয় বছরের কার্যক্রমের ধারাবাহিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো :

জাতীয় আরকাইভসের কর্মকাণ্ড

রেকর্ড সংগ্রহ ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ

সরকারের কেন্দ্রীয় নথি সংরক্ষণাগার হিসেবে আরকাইভাল রেকর্ডস সংগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় আরকাইভস মূলত দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেই সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত আরকাইভ্যাল সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে :

ক্র.নং	উৎস (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা)	বিষয়	পরিমাণ
১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৯95 সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের মূলকপি	১১টি
২.	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	দশম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনের কার্যবাহের রিপোর্ট-সংসদ বিতর্ক	১৬২টি
৩.	পরিকল্পনা কমিশন	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কপি	২টি
৪.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি	বিভিন্ন প্রকাশনা	১১১টি
৫.	তথ্য অধিদফতর	বিভিন্ন প্রকাশনা	১২ ভলিউম
৬.	অন্যান্য সংস্থা	বিভিন্ন বিষয়	১১১০টি
		মোট	১৪০৮টি নথি/ডকুমেন্টস

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২০২২ অনুযায়ী ঐতিহাসিক নথিপত্র/দলিলাদি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৫০টি। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৫৮টি নথিপত্র বেশি সংগৃহীত হয়েছে।

ছয় বছরের নথি/ডকুমেন্টস সংগ্রহের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সংগৃহীত নথি/ডকুমেন্টস
২০১৬-২০১৭	৩২২৮ টি
২০১৭-২০১৮	১০৯৪ টি
২০১৮-২০১৯	২১০৯ টি
২০১৯-২০২০	১৩৮৪ টি
২০২০-২০২১	১০৬৯ টি
২০২১-২০২২	১৪০৮ টি

রেকর্ডরুম পরিদর্শন এবং নথি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা

নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে আরকাইভস প্রতিনিধি দল দেশের বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুমের নথিপত্র যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন করে থাকেন। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে ২৫ বছরের অধিক পুরাতন ‘‘ক’’ শ্রেণির নথি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি জাতীয় আরকাইভসে স্থানান্তরের জন্য জেলা প্রশাসনের নথি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি অফিসের সাথে ‘‘নথি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ’’ বিষয়ে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা এবং বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করা সম্ভব হয় নাই।

গবেষণা ও তথ্যসেবা

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিকল্প নেই । ইতিহাস অনুসন্ধান ও সত্য উৎঘাটনে জাতীয় আরকাইভস হলো গবেষণার কেন্দ্রস্থল । জাতীয় আরকাইভস থেকে দেশি-বিদেশি গবেষক, প্রশাসক, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক, উচ্চতর শিক্ষার গবেষক, শিক্ষার্থী, নানা শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষকে গবেষণাসেবা ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয় ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৭২৫ ব্যক্তি/সংস্থাকে এ ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সংখ্যা
১.	**গবেষণা ও তথ্যসেবা**	১২৪১ জন
	মোট =	১২৪১জন

ছয় বছরের গবেষণা ও রেফারেন্স সেবার পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	গবেষণা ও তথ্যসেবা গ্রহীতা
২০১৬-২০১৭	৫০৩ জন
২০১৭-২০১৮	৭০৭ জন
২০১৮-২০১৯	৮৯৩ জন
২০১৯-২০২০	১৯১৮ জন
২০২০-২০২১	৭২৫ জন
২০২১-২০২২	১২৪১ জন

জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন

জ্ঞান আহরণ ও তথ্যের প্রয়োজনে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিবর্গ আরকাইভস পরিদর্শন করেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৪৯জন পরিদর্শনকারী জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন করেন।

ডিজিটাইজেশন

তথ্যের স্থায়ী সংরক্ষণ ও অনলাইন তথ্যসেবাদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরকাইভাল ডকুমেন্টস স্ক্যানিং করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে । ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় আরকাইভসের কাস্টমাইজড আরকাইভ্যাল সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১,২৬,৩৯৫ পৃষ্ঠা নথি (ইমেজ) স্ক্যান করা হয়েছে ।

ছয় বছরের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	ডিজিটাইজেশনকৃত নথি/তথ্য (ইমেজ)
২০১৬-২০১৭	১,২৩,৮৩১ পৃষ্ঠা
২০১৭-২০১৮	১,২৬,২৯০ পৃষ্ঠা
২০১৮-২০১৯	১,৩৪,৫৯২ পৃষ্ঠা
২০১৯-২০২০	১,০৬,৫২৭ পৃষ্ঠা
২০২০-২০২১	১,৪২,৯৭৮ পৃষ্ঠা
২০২১-২০২২	১,২৬,৩৯৫ পৃষ্ঠা

আরকাইভাল রেকর্ডস প্রক্রিয়াকরণ

সংগৃহীত নথিপত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সংরক্ষণাগারে সংগৃহীত বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুমসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত নথিপত্রসমূহের মধ্যে ৪০,২৫৭ ভলিউম/বান্ডিল/ফাইল নথির সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণপূর্বক (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শ্রেণিকরণ, বর্ণনাকরণ, তালিকাকরণ, ক্যাটালগিং ইত্যাদি) সংরক্ষণাগারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে ।

আরকাইভাল রেকর্ডস বাঁধাই ও মেরামত

আবহাওয়া ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কাগজের অম্লতা এবং আদ্রতা ও তাপমাত্রাজনিত কারণে নথিপত্র দুর্বল হয়ে যায় । এজন্য নিয়মিত আরকাইভাল সামগ্রী বাঁধাই, মেরামত ও পরিশোধন করা হচ্ছে । ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	বাঁধাই ও মেরামত
১.	৫৩১ ভলিউম

পরামর্শ সেবা

জাতীয় আরকাইভসের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হলো বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরকাইভস প্রতিষ্ঠা ও নথিপত্র সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ সেবা প্রদান করা। এ কার্যক্রমের আওতায় গত অর্থবছরে নিম্নলখিত ০৫ টি প্রতিষ্ঠান/কার্যালয়কে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়-

- মাননীয় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
- বাংলাদেশ পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চ
- বাংলাদেশ পুলিশ সি আই ডি
- UNESCO জাতীয় কমিশন
- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

৪.২ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড

পাঠক, গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫,৫১৫ জন পাঠক, গবেষক, তথ্যানুসন্ধানকারী জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে তথ্য, গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা গ্রহণ করেন । এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যানিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সংখ্যা
১.	**পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা**	১৫,৫১৫ জন
		মোট ১৫,৫১৫ জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২২ অনুযায়ী গবেষণা, রেফারেন্স ও পাঠক সেবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০,৭৫০ জন। অর্জিত হয়েছে ১৫,৫১৫ জন, যা লক্ষ্যমাত্রার ১৪৪.৩৩%। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৪.৩৩% বা ৪,৭৬৫ জন বেশি সংখ্যক গবেষক/পাঠকের আগমন ঘটেছে।

ছয় বছরের পাঠসুবিধা/রেফারেন্স সেবার পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	পাঠসুবিধা/রেফারেন্স সেবাগ্রহীতা
২০১৬-২০১৭	২০,৯৩৬ ব্যক্তি/সংস্থা
২০১৭-২০১৮	২৭,৩৫০ ব্যক্তি/সংস্থা
২০১৮-২০১৯	২৬,৫৪৯ ব্যক্তি/সংস্থা
২০১৯-২০২০	২১,২৩১ ব্যক্তি/সংস্থা
২০২০-২০২১	৮,৯৪০ ব্যক্তি/সংস্থা
২০২১-২০২২	১৫,৫১৫ ব্যক্তি/সংস্থা

নতুন প্রকাশনা সংগ্রহ

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার নিজস্ব উদ্যোগে, অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ কপিরাইট আইন, ২০০০ (সংশোধিত-২০০৫) এর আওতায় দেশে প্রকাশিত মৌলিক ও সৃজনশীল পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। কপিরাইট আইন অনুযায়ী দেশে প্রকাশিত পুস্তকের ০১ (এক) কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা প্রদান বাধ্যতামূলক। এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৬,১১৮ টি নতুন প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে APA-তে নতুন ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫,৫০০টি। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬১৮টি বা ১১.২৪% বেশী সংগ্রহ করা হয়েছে।

ছয় বছরের কপিরাইট সংগ্রহের পরিসংখ্যান :

অর্থবছর	প্রকাশনার সংখ্যা
২০১৬-২০১৭	৭৯১৮ টি
২০১৭-২০১৮	৮৭২২ টি
২০১৮-২০১৯	৮,০১৬ টি
২০১৯-২০২০	৬,৮৬২ টি
২০২০-২০২১	৫,৪৩৫ টি
২০২১-২০২২	৬,১১৮ টি

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি (BNB) প্রকাশ

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রত্যেক বছর বিভিন্ন ধরণের বই-পুস্তক/গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত পুস্তকাদির সমন্বয়ে সংগ্রহের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন, প্রকাশ, বিতরণ এবং এগুলোর স্থায়ী সংরক্ষণ নিশ্চিত করা করা হয়। এটি জাতীয় গ্রন্থাগারের মৌলিক দায়িত্ব।

ইতিমধ্যে ২০১৯ সালে বাংলাদেশে প্রকাশিত ও জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত পুস্তকাদির গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্যাদির সমন্বয়ে **বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৯** প্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০২০ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে বিজি প্রেসে মুদ্রণের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া **বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০২১** এর প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বই ও পত্র-পত্রিকার ডিজিটাল ক্যাটালগ

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত গ্রন্থ/পুস্তকের তথ্যাবলী KOHA Integrated Library Management সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করে। এ অর্থবছরে এ প্রতিবেদন প্রনয়নকাল পর্যন্ত ১৫,৬৬৪টির তথ্য-উপাত্ত/ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে, যদিও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২২ অনুযায়ী তথ্যসামগ্রী ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫০০টি। এ হিসেবে তথ্য-ধারণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০৮.৮৫% বা ৮,১৬৪টি বেশি ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। মূলত একটি ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকল ব্যাকলক দূর করার কার্যক্রম বাস্তায়নের কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।

<u>ছয় বছরের তথ্য সামগ্রীর অটোমেশন পরিসংখ্যান:</u>

অর্থবছর	ডাটা এন্ট্রি
২০১৬-২০১৭	১০১৩৭ টি
২০১৭-২০১৮	১০৫৫৫ টি
২০১৮-২০১৯	৮,১২২ টি
২০১৯-২০২০	৮,৮১৭ টি
২০২০-২০২১	১৩,৫৩২ টি
২০২১-২০২২	১৫,৬৬৪ টি

ডিজিটাইজেশন

তথ্যসামগ্রীর দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ এবং অনলাইন তথ্য ও গবেষণা সেবাদানের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থাগারের মোট ১,৪২,০৯৯ পৃষ্ঠার তথ্যসামগ্রী ডিজিটাইজড করা হয়েছে ।

ছয় বছরের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান :

অর্থবছর	সংখ্যা (পৃষ্ঠা/ইমেজ)
২০১৬-২০১৭	১২৫৭০৩
২০১৭-২০১৮	১,৩২,৬১৮
২০১৮-২০১৯	১,৩৫,৮১৮
২০১৯-২০২০	১,১১,৯৯১
২০২০-২০২১	১,১৪,৫০১
২০২১-২০২২	১,৪২,০৯৯

ISBN প্রদান

বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকদেরকে ISBN প্রদান করে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার। লেখক ও প্রকাশকদেরকে প্রকাশিতব্য বইয়ের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৯,৬২২টি ISBN প্রদান করা হয়েছে । বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২০২২ অনুযায়ী ISBN প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০০০টি। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩,৬২২টি বা ৬০.৩৭% বেশি ISBN প্রদান করা হয়েছে।

ছয় বছরের বরাদ্দকৃত ISBN এর পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	সংখ্যা
২০১৬-২০১৭	৭৯১৮ টি
২০১৭-২০১৮	৮৭২২ টি
২০১৮-২০১৯	৮,৮৪০ টি
২০১৯-২০২০	৮,০৫৮ টি
২০২০-২০২১	৭,০৭৩ টি
২০২১-২০২২	৯,৬২২টি

অনলাইন পাবলিক অ্যাকসেস ক্যাটালগ (OPAC)

ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে কোহা সফটওয়্যারে এন্ট্রিকৃত তথ্যসামগ্রীর অনলাইন ক্যাটালগ দেখা যেতে পারে। এছাড়া কেউ চাইলেই অফলাইনে জাতীয় গ্রন্থাগার সর্ম্পকে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৩ সংখ্যা থেকে কোহা সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিবলিওগ্রাফিক ডাটা এন্ট্রি হচ্ছে। ফলে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৩ সংখ্যা থেকে কপিরাইট আইনে সংগৃহীত পুস্তকাদি এবং বাঁধাইকৃত ভলিউম পত্রিকা তথ্যাদি অফলাইনেও দেখা যাচ্ছে । ইতোমধ্যেই ২০১৯ সাল পর্যন্ত কপিরাইট আইনে সংগৃহীত পুস্তকাদির গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্যাদির ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।

নতুন বই ক্রয়

২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থে গবেষণাধর্মী দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ২৮টি ইংরেজী ও ১৯৪টি বাংলা নতুন বই/গ্রন্থ মোট ৮৩,৩৮৬/- (তিরাশি হাজার তিনশত ছিয়াশি) টাকা মূল্যমানে ক্রয় করা হয়েছে, যা জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

পরিদর্শন

তথ্যের প্রয়োজনে গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। এছাড়া গ্রন্থাগার ভবনের শৈল্পিক স্থাপত্য দেখতে দেশি-বিদেশি স্থাপত্যবিদ্যার শিক্ষার্থী, গুণীজন এবং পর্যটকগণ পরিদর্শনে আসেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এরূপ ১৭৫জন ব্যক্তি জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

ভ্রমণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি

কপিরাইট আইনে জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রকাশনা জমাদান, ISBN, জাতীয় গ্রন্থাগার ও অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও সচেতনেতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে গত অর্থবছরে কোনো জেলা ভ্রমণ করা সম্ভব হয়নি।

বাঁধাই ও মেরামত

জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন পুরাতন বই, পত্রপত্রিকা, গেজেট ও অন্যান্য সামগ্রী অনেক সময় ভঙ্গুর, দুর্বল ও পুনঃসংরক্ষণযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে সেগুলো পুনঃসংরক্ষণ বা বাঁধাই করতে হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এরূপ বাঁধাই সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	বাঁধাই ও মেরামত	সংখ্যা/ভলিউম	মন্তব্য
১.	বই, গেজেট ও সংবাদপত্র বাঁধাই	৫০৫ ভলিউম	

পেশাগত প্রশিক্ষণ

(ক) আরকাইভস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি কর্মকর্তা, আরকাইভস বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের রেকর্ডরুমে কর্মরত সংশ্লিষ্ট জনবলকে **"অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট"** শীর্ষক ১০দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১।	"অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট"	১০ম ব্যাচ ১৯-৩০ ডিসেম্বর ২০২১	৩০ জন
২।	"অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট"	১১তম ব্যাচ ২৯ মে - ০৮ জুন ২০২২	২১ জন
	সর্বমোট		**৫১ জন**

অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (১০ম ব্যাচ) এ অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (১১তম ব্যাচ) এ অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

১০ম ব্যাচে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা :

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
০১.	জনাব সাহেদা বেগম ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০২.	জনাব মোহাম্মদ শামছুল আলম ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩.	জনাব ফাতেমা আক্তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪.	খান মুহাঃ হারুন-অর-রশিদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
০৫.	জনাব তামান্না জাহান তানু প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
০৬.	জনাব জাহিদুল ইসলাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	রেলপথ মন্ত্রণালয় আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
০৭.	জনাব মোঃ হুমায়ন খালিদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮.	জনাব মোঃ আবু আলম খান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯.	জনাব মোঃ মাহাবুব হোসেন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০.	জনাব মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার আগারগাঁও, ঢাকা।
১১.	জনাব মোহাম্মদ হালিমুজ্জামান তরফদার প্রশাসনিক কর্মকর্তা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সরকার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গণভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা।
১৩.	জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গণভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা।
১৪.	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫.	জনাব নূর মোহাম্মদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬.	জনাব মোঃ আব্দুল আলীম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৭.	বেগম তাসলিমা আক্তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৮.	জনাব মোশতাক আহমদ লাইব্রেরিয়ান	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ঢাকা।
১৯.	জনাব মোঃ মশিউল আলম গাজী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০.	জনাব মঞ্জু শ্রী দেবী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১.	বেগম কামরুন নাহার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২.	জনাব এ কে এম তৈয়েবুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩.	মোছাঃ নূরুন্নাহার আক্তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
২৪.	জনাব মোহাম্মদ মাহ্বুবুর রহমান ভূঁঞা প্রশাসনিক কর্মকর্তা	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫.	জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন ফেরদৌস প্রশাসনিক কর্মকর্তা	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬.	জনাব মাহমুদা খাতুন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭.	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮.	জনাব আবুল হাসেম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২৯.	জনাব শারমিন আক্তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০.	জনাব ফরহাদ হোসেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা :

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
০১.	জনাব মোঃ জাহিদ হাসান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
০২.	জনাব মোঃ মহসিন ফরাজী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
০৩.	জনাব মোহাম্মদ রাসেল খান ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬.	জনাব ইমরান হোসেন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
০৭.	জনাব রাবেয়া আক্তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮.	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সুরক্ষা সেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯.	জনাব ফারজানা আক্তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	সুরক্ষা সেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০.	জনাব মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
১১.	জনাব খাদিজা আক্তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২.	জনাব মুহাম্মদ ইলিয়াস উদ্দিন গবেষণা অনুসন্ধানী	পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৩.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	শিল্প মন্ত্রণালয় ৯১, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
১৪.	জনাব হাবীবা বেগম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	শিল্প মন্ত্রণালয় ৯১, মতিঝিল, বা/এ,ঢাকা।
১৫.	জনাব মর্জিনা আক্তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা	শিল্প মন্ত্রণালয় ৯১, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
১৬.	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৮.	জনাব খুজিস্তা রুবাইয়াত সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আরকাইভস)	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৯.	জনাব রোজিফা আক্তার লাইব্রেরি এন্ড আরকাইভস ইনচার্জ	খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ।
২০.	জনাব মোঃ আইনুল হক লাইব্রেরিয়ান	বাংলাদেশ সুগাক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট পাবনা।
২১.	জনাব মোঃ জুয়েল রানা লাইব্রেরি এসিসট্যান্ট কাম টাইপিষ্ট	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)

(খ) গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এ অর্থবছরে দু'টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	"ডিজিটাল/আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেসিক কোর্স"	১০ম ব্যাচ ১৯-৩০ডিসেম্বর/২০২১	২৪ জন
	"ডিজিটাল/আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেসিক কোর্স"	১১তম ব্যাচ ২৯ মে-০৮ জুন/২০২২)	২৫ জন
		মোট	**৪৯ জন**

আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কোর্স (১০ম ব্যাচ) এ অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কোর্স (১১তম ব্যাচ) এ অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

১০ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা :

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
০১.	জনাব শামীমা হক লাইব্রেরিয়ান	রাজশাহী সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ রাজশাহী।
০২.	জনাব মোঃ আব্দুল করিম সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটাগলার	পিটিআই জামালপুর
০৩.	জনাব সালমা খাতুন সহকারী গ্রন্থাগারিক-কাম-ক্যাটাগলার	বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বরিশাল।
০৪.	জনাব মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন গ্রন্থাগার সহকারী	পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাভার, ঢাকা।
০৫.	জনাব স্বপন কুমার বিশ্বাস গ্রন্থাগারিক (চলতি দায়িত্ব)	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যশোর।

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
০৬.	জনাব জয়নাল আবেদীন লাইব্রেরিয়ান	কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কিশোরগঞ্জ।
০৭.	জনাব মোঃ আব্দুল আলিম ক্যাটালগার	বাংলাদেশ বেতার আগারগাঁও, ঢাকা।
০৮.	জনাব হেলাল উদ্দীন ডকুমেন্টশন অফিসার	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নোয়াখালী।
০৯.	জনাব মোঃ ঈদ-ঈ-আমিন সহকারী লাইব্রেরিয়ান	ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ রংপুর।
১০.	জনাব মোহাম্মদ শোয়ায়েব সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার	মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ ময়মনসিংহ।
১১.	জনাব মোঃ শফিকুল আলম লাইব্রেরিয়ান	ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ।
১২.	জনাব এ, কে, এম, ইলিয়াস কবীর সিনিয়র লাইব্রেরি এসিসটেন্ট	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।
১৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সহকারী ব্যবস্থাপক	নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
১৪.	জনাব উৎপল কুমার দাস গ্রন্থাগারিক	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি বিরিশিরি, নেত্রকোণা।
১৫.	জনাব মোঃ এহসানুল ক্যাটালগার	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৬.	জনাব নাজমুন নাহার উপ-গ্রন্থাগারিক	খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ সিরাজগঞ্জ।
১৭.	জনাব পরিমল কুমার বিশ্বাস সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার	ঢাকা কলেজ ঢাকা।
১৮.	জনাব নিলুফা সুলতানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	মৎস্য অধিদপ্তর রমনা, ঢাকা।
১৯.	জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম ক্যাটালগার	বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০.	জনাব জেড. এম. তানজিলুর রহমান ক্যাটালগার	বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২১.	জনাব মোঃ শাহজান আলী সহকারী গ্রন্থাগারিক	জামিরা কলেজ রাজশাহী।
২২.	জনাব নূরুদ্দীন জাহেদ সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার	সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম।
২৩.	জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান উপ-গ্রন্থাগারিক	খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ।
২৪.	জনাব মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন লাইব্রেরিয়ান	টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট টাঙ্গাইল

১১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা :

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
০১.	জনাব মোঃ ফারুক আব্দুল্লাহ লাইব্রেরিয়ান	নাচোল টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
০২.	জনাব সুব্রত কুমার কর্মকার লাইব্রেরিয়ান	সালথা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ফরিদপুর।
০৩.	জনাব শহিদুল্লাহ ডকুমেন্টেশন অফিসার	খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪.	জনাব মোঃ আক্তার হোসেন গ্রন্থাগারিক	সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ যশোর।
০৫.	জনাব মোহাম্মদ ঈমাম হোসেন লাইব্রেরিয়ান	চরফ্যাসন সরকারি কলেজ ভোলা।
০৬.	জনাব মোঃ মাসুম আলী লাইব্রেরিয়ান	চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ রাজশাহী।
০৭.	জনাব নূর মোহাম্মদ নভেল লাইব্রেরিয়ান	টাঙ্গাইল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ টাঙ্গাইল।
০৮.	জনাব সৈয়দ মোকাম্মেল আলী সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান)	টিলাগাঁও আজিজুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় মৌলভীবাজার।
০৯.	জনাব ইসরাত জাহান লাইব্রেরিয়ান	জীবননগর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ চুয়াডাঙ্গা।
১০.	জনাব হাসমত আলী লাইব্রেরিয়ান	সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ কুড়িগ্রাম।
১১.	জনাব সাজ্জাদ ইবনে আব্দুল হক সহকারী লাইব্রেরিয়ান	জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান মহাখালী, ঢাকা।
১২.	জনাব ওয়াহিদা আক্তার ক্যাটালগার	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ঢাকা।
১৩.	জনাব সাঈদা বেগম গ্রন্থাগার সহকারী	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ঢাকা।
১৪.	জনাব শেখ ফরিদ লাইব্রেরিয়ান	হাজীগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ চাঁদপুর।
১৫.	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস সহকারী পরিচালক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ঢাকা।
১৬.	জনাব মোঃ সোহাগ ক্যাটালগার	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ঢাকা।
১৭.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন লাইব্রেরিয়ান	বাংলাদেশ বেতার আগারগাঁও, ঢাকা।
১৮.	জনাব মোঃ রবিউল আলম সহকারী লাইব্রেরিয়ান	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্র.নং	নাম ও পদবী	অফিসের নাম
১৯.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ক্যাটালগার	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০.	জনাব তামান্না আফরিন সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার	পিটিআই, মুন্সিগঞ্জ।
২১.	জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান ক্যাটালগার	ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ময়মনসিংহ।
২২.	জনাব মোঃ রবিউল প্রধান লাইব্রেরিয়ান	বারিন্দা মেডিকেল কলেজ রাজশাহী।
২৩.	জনাব মোঃ আবুল হাসান লাইব্রেরিয়ান	নেকটার, বগুড়া।
২৪.	জনাব মাহমুদা খানম সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার	সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ঢাকা।
২৫.	জনাব মোঃ সাব্বির হোসেন লাইব্রেরিয়ান	শ্যামনগর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ সাতক্ষীরা।

বিবিধ বিষয়

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা
৩টি	০১ টি	৪টি	০১ টি	০৩ টি

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে অধিদপ্তরের দুইজন কর্মচারীর মামলা প্রশাসনিক ট্রাব্যুনালে বিচারাধীন আছে। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মামলার বিষয়	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা	মামলার সর্বশেষ অবস্থা	মন্তব্য
০১ টি	পদ স্থানান্তর সংক্রান্ত	-	০১	লিভ টু আপিল চলমান	

ইন্টারনেট সেবা

অধিদপ্তরের দুই ভবনের পাঠক ও গবেষকগণ বিনামূল্যে Wi-Fi নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান, ইমেইল, ব্রাউজিং প্রভৃতি সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন ।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে পেশাগত কার্যক্রম

International ISBN Authority, IFLA, CDNLAO, ACCU, APIN ইত্যাদি সংস্থার সদস্য হিসেবে তাদের সঙ্গে পেশাগত কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং ISBN ও IFLA এর বার্ষিক চাঁদা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় আরকাইভস দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যথাক্রমে International Council on Archives (ICA) এবং South West Asia Regional Branch of International Council on Archives (SWARBICA) এর সদস্য হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছে এবং ICA ও SWARBICA এর বার্ষিক চাঁদা প্রদান করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের আইন ও নিয়োগবিধি

'বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১' পাশ হয়েছে। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার আইন, ২০২২ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নবসৃষ্ট ৪১টি+৫টি=৪৬টি পদসহ অধিদপ্তরের জন্য অনুমোদিত মোট ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে নিয়োগবিধি প্রণয়নপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও কেবিনেট কমিটির অনুমোদনের পর পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির পর অধিদপ্তরের কোনো টিওএন্ডই আপগ্রেড হয়নি। ১৯৮৩ সালে ৪৮টি পদের টিওএন্ডই অনুমোদন হয়েছে। পরবর্তীতে অনেক পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, গাড়ি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ সকল যন্ত্রপাতি, গাড়ি ও সরঞ্জামাদিসহ ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) আপগ্রেডপূর্বক অনুমোদনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ই-ফাইলিং, নথি লিখন ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া, এসিআর অনুশাসনমালা, ছুটিবিধি, নিয়মিত উপস্থিতি বিধি, শৃংখলা ও আপিল বিধি, ওয়েবসাইট সংশোধন ও হালনাগাদকরণ ও বাধাঁই কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৩ জনঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস উপলক্ষ্যে Archives are you, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'জাতীয় কবির জীবন ও দর্শন ও লেখনী' শীর্ষক সেমিনার, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সেমিনার এবং জাতীয় আরকাইভসের নথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

অভ্যন্তরীণ সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০৭ টি	৬০০ জন

জাতীয় দিবস পালন/উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসহ প্রতিটি জাতীয় দিবস সরকারের নির্দেশনানুযায়ী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন/উদযাপন করা হয়।

আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ উদযাপন

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর গত ০৯ জুন, ২০২২ তারিখ "Archives are you"শীর্ষক প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। সভায় সভাপতিত্ব করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, মূল প্রবন্ধের উপর ২জন আলোচক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ৬ই জুন আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় আরকাইভস ভবনের নীচতলায় দুষ্প্রাপ্য আরকাইভাল ডকুমেন্টস এর সমন্বয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৯ই জুন আরকাইভস দিবসের প্রাক্কালে ফেস্টুন ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিকে তথ্যসমৃদ্ধ সেবাবান্ধব ওয়েবসাইটে রূপান্তর করা;
- ব্যাকলগের উত্তরণ ঘটিয়ে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি নিয়মিত প্রকাশ করা;
- জাতীয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা;
- অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেকনিক্যাল পদ সৃজন;
- নতুন পদের সমন্বয়ে নিয়োগবিধি প্রণয়নপূর্বক শূন্যপদ পূরণ;
- অনুমোদিত ১৪৪টি পদ এবং যন্ত্রপাতি ও গাড়ির সমন্বয়ে সাংগঠনিক কাঠমো (টিওএন্ডই) অনুমোদন;
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরকে KPI জোনের অন্তর্ভুক্তকরণ;
- জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার এর তথ্যসামগ্রীর অনলাইনভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা;
- একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের মাধ্যমে অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন করা।
- জাতীয় আরকাইভসের সংগৃহীত সকল নথিপত্রের ক্যাটালগ সম্পন্নকরণপূর্বক ব্যাকলগ দূরীকরণ।

অধিদপ্তরের সেবা

এক নজরে জাতীয় আরকাইভসের সেবাসমূহ

- জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ব্যবহারের সুবিধা;
- জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন ও নলেজ শেয়ারিং এর সুযোগ;
- জাতীয় সংগ্রহ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ;
- জাতীয় আরকাইভস কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দিবসে আয়োজন করা প্রদর্শনী গ্যালারি পরিদর্শন করার সুযোগ;
- জাতীয় আরকাইভসের বিশেষায়িত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা;
- নথি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জাতীয় আরকাইভসের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ;
- গবেষণা বা অন্য কোন প্রয়োজনে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত নথিপত্রের অনুলিপি প্রাপ্তির সুবিধা;
- বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে জাতীয় আরকাইভসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে ব্যবহারের সুবিধা এবং
- জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত সংবাদপত্রসমূহ ব্যবহারের সুবিধা।

এক নজরে জাতীয় গ্রন্থাগারের সেবাসমূহ

- বাংলাদেশে প্রকাশিত মৌলিক ও সৃজনশীল তথ্যসামগ্রী জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থায়ী সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ;
- বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সৃজনশীল নতুন বই, পত্রপত্রিকা বিনামূল্যে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির (National Bibliography) মাধ্যমে দেশ-বিদেশে পরিচিত করে তোলার সুযোগ;
- জাতীয় গ্রন্থাগারে কপিরাইট আইনে সংগৃহীত ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত বই, ম্যাপ, পত্রপত্রিকা ও তথ্যসামগ্রী গবেষণা ও রেফারেন্স কাজে ব্যবহারের সুবিধা;
- দেশে প্রকাশিতব্য সৃজনশীল প্রকাশনার জন্য ISBN প্রাপ্তির সুযোগ;
- বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পান্ডুলিপিসহ দুর্লভ ও বিশেষ সংগ্রহ (Rare & Special Collection) উত্তম অবস্থায় ব্যবহারের সুবিধা;
- বাংলাদেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন ও তথ্যসেবা, পেশা সম্পর্কিত বিষয়ে কোন প্রদর্শনী, কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স, আলোচনা সভা, সম্মেলন ইত্যাদির জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রদর্শনী গ্যালারি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম ও ভবনাঙ্গন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ব্যবহার সুযোগ এবং
- অনলাইন পাবলিক অ্যাকসেস ক্যাটালগ সেবা।

জাতীয় আরকাইভসের বিশেষ সংগ্রহসমূহ

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস রেকর্ড সংগ্রহ পদ্ধতি

আইন অনুযায়ী স্থায়ী মূল্যসম্পন্ন নথিপত্র জাতীয় আরকাইভস সংগ্রহ করে থাকে। জাতীয় আরকাইভসের সংরক্ষিত বিশেষ সংগ্রহসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- **জেলা রেকর্ডস** : জাতীয় আরকাইভসে পুরাতন ১৪টি জেলার ১৭৬০-১৯০০ সালের জেলা রেকর্ডস সংরক্ষিত রয়েছে।
  প্রিন্টেড প্রসিডিংস/'এ' প্রসিডিংস: সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৫৯-১৯৩২ সালের ৫৭টি বিভাগের প্রিন্টেড প্রসিডিংস/'এ' প্রসিডিংস জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত রয়েছে।
- **উডেন বান্ডেল:** সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ১৮৯৯-১৯৬০ সালের 'এ', 'বি' এবং 'সি' ক্যাটাগরির নথি।
- **ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার রেকর্ডস** : ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিসে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৯৯-১৯৬০ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের নথিপত্র।
- **চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার রেকর্ডস** : চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার অফিসে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৯৯-১৯৬০ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের নথিপত্র।
- **কালেক্টরেট রেকর্ডস** : জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৯৯-১৯৬০ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের নথিপত্র।
- **জাতীয় সংসদের বিতর্ক প্রসিডিংস** : বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনের বিতর্ক প্রসিডিংস সংরক্ষিত রয়েছে । এ প্রকাশনাগুলো জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **গেজেট** : সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৩২ সাল থেকে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরির (কলকাতা, পাকিস্তান, ঢাকা, বাংলাদেশ, ক্রিমিনাল, এডুকেশন, এক্সট্রা অর্ডিনারি ইত্যাদি) গেজেট সংরক্ষিত রয়েছে । গেজেটগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **মানচিত্র** : জাতীয় আরকাইভসে ১৭৭৮-১৯৬৭ সালের বিভিন্ন বিভাগ/ জেলা/ পরগণা ইত্যাদির ম্যাপ সংরক্ষিত রয়েছে।
- **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথিপত্র** : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ সভার কার্যপত্র নিয়মিত বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে প্রেরণ করে থাকে । ১৯৭১-১৯৯৫ সালের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে।
- **প্রেস ক্লিপিংস** : প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রেস ক্লিপিংস সংগ্রহ করেছে । বিষয়ভিত্তিক প্রেস ক্লিপিংসগুলো বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত রয়েছে।
- **পোর্ট রেকর্ড** : চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি থেকে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস পোর্ট সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করেছে।
- **নদী কমিশন** : বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে নদী কমিশন থেকে সংগৃহীত কিছু নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে।
- **ঢাকা কালেক্টরেট নথিপত্র** : ঢাকা কালেক্টরেট হতে সংগৃহীত নথি (১৭৮১-১৯৩৮সালের) (মৌজানোট, ঢাকা সেটেলমেন্টে স্ট্যাটিস্টিক, গভটসার্কুলার, মহলওয়ারী ও মৌজাওয়ারী রেজিস্টার, ইংলিশ

করসপন্ডেন্ট, ঢাকা সেটেলমেন্ট ভিলেজ স্ট্যাটিস্টিক্স, রেজিস্টার অব পাওয়ার এটর্নি, করসপন্ডেট অব সার্ভে ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি)

- **সিলেট প্রসিডিংস** : ১৮৭৪-১৯৪৮ সালের সিলেট প্রসিডিংস।
- **ময়মনসিংহ জেলা কালেক্টরেট** রেকর্ডরুম থেকে সংগৃহীত ১৮৮৪-১৯৬৯ সালের নথিপত্র।
- **রংপুর কালেক্টরেট** থেকে সংগৃহীত ১৭৭৯-১৯৪০ সালের সরকারি প্রকাশনা-গেজেট।
- **রাজশাহী জেলা কালেক্টরেট** থেকে সংগৃহীত ম্যাপ, নথি এবং গেজেট।
- **নোয়াখালী জেলা** থেকে সংগৃহীত নথিপত্র ।
- **বরিশাল জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম** থেকে সংগৃহীত ১৮৯৯-১৯৭২ সালের নথি এবং গেজেট।
- **যশোর জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম** থেকে সংগৃহীত ১৮৭২-১৯৮৬ সালের নথিপত্র।
- **ফরিদপুর জেলা কালেক্টরেট** রেকর্ডরুম থেকে সংগৃহীত নথিপত্র ।
- **রাজবাড়ী জেলা কালেক্টরেট** থেকে সংগৃহীত ১৮৭২-১৯৯০ সালের নথিপত্র।
- **সুনামগঞ্জ জেলা** থেকে সংগৃহীত ১৮৬৭-১৯৯৩ সালের নথিপত্র।
- **পাবনা জেলা কালেক্টরেট** থেকে সংগৃহীত ১৮৪৫-১৯৭৬ সালের নথিপত্র।
- **ঢাকা জেলা পরিষদ** থেকে সংগৃহীত ১৮৭২-২০০০ সালের নথিপত্র।
- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের** ১৮৭৪-১৯৯০ সালের নথিপত্র।
- **নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার** ১৯৪২-১৯৮৫ সালের নথিপত্র।
- **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের** ১৯৭৩-১৯৯০ সালের নথিপত্র।
- **সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের** ১৯৭৫-২০০৫ সালের নথিপত্র।
- **শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত রানা প্লাজা ও তাজরিন ফ্যাশন গার্মেন্টস** সংশ্লিষ্ট নথিপত্র।
- **কুড়িগ্রাম জেলা** থেকে সংগ্রহ অধুনালুপ্ত ১২টি ছিটমহল হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি।
- **বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়ের** সার্টিফাইড কপি।
- **মাস্টার দা সূর্যসেন হত্যা মামলার** রায়ের কপি।
- **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার** নথিপত্র (৭ ভলিউম)।
- **পত্রিকা** : বাংলা ও ইংরেজি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত রয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা** থেকে মানবতা বিরোধী অপরাধ বিয়ষক কয়েকটি মামলার ৭৮ ভলিউম রায়ের কপি।
- **স্থপতি লুই আই কান** প্রণীত জাতীয় সংসদ ভবন ও শেরে বাংলা নগর এলাকার নকশা।
- **পিলখানা হত্যা** মামলার রায়ের কপি।

বৈচিত্র্যময় সংগ্রহে জাতীয় গ্রন্থাগার

সংগ্রহ প্রকৃতি

জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে জাতীয় গ্রন্থাগারে মূলত কপিরাইট আইনের ৬২(১) ধারা অনুযায়ী প্রতিটি পুস্তকের এক কপি প্রকাশিত হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে বাধ্যতামূলক জমা দিতে হয়। একই আইনের ৬৩ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রত্যেক সাময়িকী ও সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যার এক কপি প্রকাশ হওয়া মাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দিতে হয়। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল মুদ্রিত উপাদান, বিশ্বমানের বৈদেশিক নতুন প্রকাশনা, দেশের সকল পত্র-পত্রিকা, ট্রাস্টেড সংগ্রহ ইত্যাদির সমন্বয়ে বৈচিত্রময় সংগ্রহশালার অনন্য তথ্য ভাণ্ডার হলো জাতীয় গ্রন্থাগার। সংক্ষেপে জাতীয় গ্রন্থাগার সংগ্রহের তথ্যাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- কপিরাইট আইনে দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল মুদ্রিত উপাদান;
- ক্রয়কৃত দেশীয় বই, পত্র-পত্রিকা;
- ক্রয়কৃত বিদেশী বিশ্বমানের বই;
- জাতীয়, আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী;
- জাতীয় গ্রন্থাগারে ট্রাস্টেড দানকৃত সংগ্রহ;
- সরকারি প্রকাশনা- ১৯০০ সাল থেকে;
- কলকাতা গেজেট- ১৮০০ সাল থেকে;
- পাকিস্তান ও বাংলাদেশ গেজেট;
- পুরাতন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার;
- দুর্লভ বই-পুস্তকের সংগ্রহ;
- বিভিন্ন ধরনের পাণ্ডুলিপি;
- বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংগ্রহ;
- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উর্দু, ফার্সি ও আরবি পুস্তকের সংগ্রহ।

সংগ্রহের নীতিমালা

সৌজন্য: গ্রন্থস্বত্ব আইনে বাধ্যতামূলক জমাদান।

বাংলাদেশের যে কোনো ভাষায় যে কোনো লেখক/প্রকাশক কর্তৃক মৌলিক ও সৃজনশীল প্রকাশিত (অনুবাদ/সংকলনসহ) বইয়ের এক কপি।

বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রত্যেকটি সাময়িকী/সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যার এক কপি।

সরকারি সংস্থার মৌলিক ও প্রথম প্রকাশনার এক কপি।

উল্লিখিত প্রকাশনা ছাড়াও দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আলোকপাতকারী প্রকাশনা ও তথ্যসামগ্রী
(নোট, গাইড, বিজ্ঞাপণ সর্বস্ব বই ইত্যাদি ব্যতীত) জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্রহের জন্য বিবেচ্য।

দান: জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃত কোনো পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, পেশাজীবী বা বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত এবং বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে গবেষকদের প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণের উপযোগিতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সংগ্রহ অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সংগ্রহ।

বিনিময়: বিনিময় হিসেবে প্রাপ্ত প্রকাশনাসমূহের প্রকৃতি ও জাতীয় গ্রন্থাগারে ব্যবহারের প্রয়োজনে স্থায়ী সংগ্রহের উপযোগিতা বিবেচনাপূর্বক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্তকরণ।

ক্রয়:

- জাতীয় গ্রন্থাগারে গবেষক ও পাঠকদের সামগ্রিক প্রয়োজনে ও জাতীয়ভিত্তিক সংগ্রহের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য দেশি-বিদেশি বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও জার্নাল সংগ্রহ করে।
- বিশ্বে বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশভুক্ত দেশসমূহে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর সর্বশেষ তথ্য সংবলিত/প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকাশিত মানসম্পন্ন বই।
- বিদেশে প্রকাশিত যে কোনো লেখক কর্তৃক বাংলাদেশ সম্পর্কিত অথবা বাংলাদেশের লেখক কর্তৃক বিদেশে প্রকাশিত বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার বই।
- বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা/গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন দেশে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত চলমান টেকনিক্যাল/পেশাগত সাময়িকী।
- নোবেল বিজয়ী লেখকদের এবং বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জীবনীমূলক বই এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত জাতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত বই।
- বিভিন্ন রকম দুষ্প্রাপ্য, মুদ্রণ বহির্ভূত, আরকাইভাল গুণসম্পন্ন বই, জার্নাল ইত্যাদি।

সংগ্রহের পরিসংখ্যান

গুণগত বৈশিষ্ট্যকে চলমান রেখেই সংগ্রহ গড়ে তোলা হয়। নিম্নে জাতীয় সংগ্রহের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হলো:

মোট সংগ্রহ সংখ্যা

জাতীয় গ্রন্থাগারে সকল প্রকার সংগ্রহ মিলিয়ে প্রায় ৫,৫০,০০০ (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকরণকৃত ও নিত্য ব্যবহারযোগ্য বই, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ০২ (দুই) লক্ষ এর বেশি । বই ছাড়া বর্তমানে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত তথ্যসামগ্রীর একটি চিত্ররূপ ।

দৈনিক সংবাদপত্র (বাংলা)	১০৩টি শিরোনামের (১৯৬১-)
দৈনিক সংবাদপত্র (ইংরেজি)	৩১টি শিরোনামের (১৯৫৭-)
সাময়িকী (বাংলা)	১৫০টি শিরোনামের (১৯৭২-)
সাময়িকী (ইংরেজি)	০৮টি শিরোনামের (১৯৯১-)
ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (পুরাতন)	৩০৯টি শিরোনামের (১৮৭৮-)
ম্যাপ (বিভিন্ন শিরোনামের)	১,৬৮০টি (১৮৯২)
মাইক্রোফিল্ম রোল/মাইক্রোফিস	১,৫৫৯টি (১৮৭৫-)
নিউজ ক্লিপিংস (৩০০০ শিরোনামের)	৩১বান্ডিল (১৯৭১)

সংবাদপত্র/সাময়িকী

জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন শিরোনামের বাংলা/ইংরেজি সংবাদপত্র ও সাময়িকী । উল্লেখযোগ্য পুরনো পত্রিকাসমূহের মধ্যে দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক বাংলা, বাংলার বাণী, সংবাদ, পূর্বদেশ, The Statesman, Dawn, Observer, Morning News, Bangladesh Times, Pakistan Times ইত্যাদি।

সরকারি প্রকাশনা

জাতীয় গ্রন্থাগারে উত্তরাধিকার সূত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত সরকারি প্রকাশনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত/প্রদত্ত প্রকাশনাসমূহ ব্যবহারোপযোগীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম বাজেট বিবরণী, পাকিস্তানের প্রথম আদম শুমারি ১৯৫১, ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি ।

জার্নাল

দেশ বিদেশ থেকে প্রাপ্ত/সংগৃহীত বিভিন্ন পেশা/বিষয়ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাচিত জার্নাল জাতীয় গ্রন্থাগারে বাঁধাইপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ভাষা ও দেশভিত্তিক সংগ্রহ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় দেশভিত্তিক প্রকাশিত গ্রন্থ, সাময়িকী, বিভিন্ন জার্নাল ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থাগারে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি বিদেশি কর্নার নির্দিষ্ট করা আছে। ইংরেজি ছাড়া বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- গ্রিক, ব্রাজিল, হিন্দি, উর্দু, আরবি, ফ্রেঞ্চ, ফার্সি, জাপানিজ, চাইনিজ এবং কোরিয়ান ভাষায় প্রকাশিত বই ও জার্নাল।

ম্যাপ

জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৮৯২-২০১৩ সাল পর্যাপ্ত দেশ, জেলা, থানা, নদ-নদী, পৌরসভা, যোগাযোগ ও গাইড ম্যাপ ইত্যাদির মত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১৭০০ ম্যাপ সংরক্ষিত আছে।

মাইক্রোফিল্ম

Bengali Native Newspaper Reports এর ১৮৭৫-১৯২৬ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ৫৯টি মাইক্রোফিল্ম রোল জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

মাইক্রোফিস

জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯৮৫-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ২০টি মাইক্রোফিস রোল সংরক্ষিত আছে।

দুষ্প্রাপ্য ও উল্লেখযোগ্য বই

আলালের ঘরের দুলাল - শ্রী টেকচাঁদ ঠাকুর, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ
ময়মনসিংহের বিবরণ - কেদারনাথ মজুমদার, ১৯০৭ খ্রি.
রাজবালা - রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ
বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ - শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১৯০২ খ্রি.
নব চরিত - রজনীকান্ত গুপ্ত, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ
ইউছুফ জুলেখা
হাতে লেখা পবিত্র কোরআন শরিফ, ১৭৫২ খ্রি.
Glimpses of Bengal - A Claude Campbell
Nakshi Kantha of Bengal - Sila Basak

অধিদপ্তরের সাধারণ তথ্যাবলি

জাতীয় আরকাইভস

সময়সূচি: সরকারি কর্মদিবসে সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যাপ্ত বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস খোলা থাকে । সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ থাকে।

সদস্যপদ: জাতীয় আরকাইভসের নির্ধারিত সদস্য ফরম সংগ্রহ করে পূরণপূর্বক আবেদন করতে হবে। সদস্য ফরম অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। যে কেউ অনলাইন ফরম ডাউনলোড করে পূরণপূর্বক সরাসরি জমা দিতে পারবেন।

আবেদনপত্রের সাথে যা প্রয়োজন :

১.সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি ০১ (এক) কপি।
২.জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অফিসিয়াল আইডির ফটোকপি ০১ (এক) কপি।
৩.পাসপোর্টের ফটোকপি (বিদেশিদের ক্ষেত্রে) ০১ (এক) কপি।
৪.সদস্য ফি বাবদ: ক) দেশি গবেষক-০১ (এক) দিনের জন্য ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা । খ) দেশি গবেষক-০১ বছরের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা । গ) বিদেশি গবেষক-২০০/-(দুইশত) টাকা । প্রতিটি সদস্য কার্ডের মেয়াদ ০১ (এক) বছর । নবায়ন ফি প্রতি বছর ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা।

ফটোকপি সেবা: গবেষকদের সুবিধার্থে বই প্রতি পৃষ্ঠা ২/-, গেজেট প্রতি পৃষ্ঠা ৫/- ও পত্রিকা প্রতি পৃষ্ঠা ৫/- টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে ফটোকপি সেবা গ্রহণ করা যায়।

স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং সেবা: অতি পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য/দুর্লভ শ্রেণির তথ্যসামগ্রীর মধ্যে বইয়ের স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং ফি প্রতি পৃষ্ঠা ৫/-টাকা, গেজেট প্রতি পৃষ্ঠা ১০/-টাকা, পত্রিকা প্রতি পৃষ্ঠা ১০/- টাকা এবং ক্যামেরা স্ন্যাপ প্রতি ইমেজ ২/- টাকা হারে ফি প্রদান করে সেবা গ্রহণ করা যায়।

অডিটোরিয়াম ভাড়া : জাতীয় আরকাইভস ভবনের আধুনিক মানের সুসজ্জিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ৩০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামটি পূর্ণ দিবস ১১,৫০০/-(ভ্যাটসহ) এবং অর্ধ দিবস ৭৫৫০/-(ভ্যাটসহ) টাকা হারে ভাড়া দেয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা

পরিচালক	**উপপরিচালক** (আরকাইভস)
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ টেলিফোন : +৮৮-০২- ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৫৮১৫৩৬৭১ ওয়েবসাইট : www.nanl.gov.bd	জাতীয় আরকাইভস ভবন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ টেলিফোন : +৮৮০-২- ৮১৮১২২৭ ফ্যাক্স : +৮৮০-২- ওয়েবসাইট: www.nanl.gov.bd

জাতীয় গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সময়: রবিবার হতে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা। তবে বাংলা পাঠকক্ষ রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন জাতীয় গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে।

সদস্যপদ: জাতীয় গ্রন্থাগারের নির্ধারিত সদস্য ফরম সংগ্রহ করে পূরণপূর্বক ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা সাধারণ পাঠক, ১০০/- (একশত) টাকা গবেষক ও ২০০/-(দুইশত) টাকা বিদেশি গবেষক সদস্যতা ফি জমা দিয়ে যে কেউ বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য হতে পারেন । প্রতিটি সদস্য কার্ডের মেয়াদ ০১(এক) বছর । সাধারণ পাঠক ২৫/- টাকা এবং গবেষক ৫০/- টাকা জমা দিয়ে সদস্যপদ নবায়ন করতে পারেন।

ফটোকপি সেবা: পাঠক ও গবেষকদের জন্য বই প্রতি পৃষ্ঠা ২/-, গেজেট প্রতি পৃষ্ঠা ৫/- ও পত্রিকা প্রতি পৃষ্ঠা ৫/-টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে ফটোকপি সেবা গ্রহণ করা যায়।

স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং সেবা: অতি পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য/দুর্লভ শ্রেণির তথ্যসামগ্রীর মধ্যে বইয়ের স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং ফি প্রতি পৃষ্ঠা ৫/-টাকা, গেজেট প্রতি পৃষ্ঠা ১০/-টাকা, পত্রিকা প্রতি পৃষ্ঠা ১০/- টাকা এবং ক্যামেরা স্ন্যাপ প্রতি ইমেজ ২/- টাকা হারে ফি প্রদান করে সেবা গ্রহণ করা যায়।

ISBN **বরাদ্দ সেবা:** প্রতি ISBN ৫০/-টাকা প্রদান সাপেক্ষে অনলাইনে ISBN বরাদ্দ নেয়া যায় । isbn.teletalk.com.bd এই লিংকে ক্লিক করে ISBN এর জন্য প্রথমত রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আপনার নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা থাকলে প্রকাশনা সংস্থার নামে রেজিস্ট্রেশন (Publisher Registration) করবেন। অন্যথায় লেখক রেজিস্ট্রেশন (Author Registration) করবেন। এরপর Application for ISBN এ গিয়ে আবেদন করা যাবে।

অডিটোরিয়াম ভাড়া: জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের সুসজ্জিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামটি পূর্ণ দিবস ১১৫০০/-(ভ্যাটসহ) এবং অর্ধ দিবস ৫,৭৫০/-(ভ্যাটসহ) টাকায় ভাড়া দেয়া হয়।

অবস্থান ও যোগাযোগ:

পরিচালক আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ টেলিফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৭৬৯০ ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯১১৮৭০৪ ওয়েবসাইট : www.nanl.gov.bd	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ টেলিফোন : +৮৮০-২-৪৮১১৪৩৩১ ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯১১৮৭০৪ ওয়েবসাইট : www.nanl.gov.bd

জাতীয় কবির জীবনদর্শন ও লেখনী

- আমিনুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি ১৮৯৯ সালের ২৫ মে মোতাবেক ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ অবিভক্ত ভারতের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। তিনি ১৯৭৬ সালের ২৯ অগাস্ট মোতাবেক ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র ঢাকায় পরলোক গমন করেন। জন্মের কিছুদিন পরই তিনি পারিবারিক দারিদ্রের কবলে পড়েন। তিনি বাল্যকালেই নানাবিধ রোজগারমূলক কাজ করতে বাধ্য করেন। তিনি জনৈক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের সহানুভূতি পেয়ে ময়মনসিংহের ত্রিশালে আসের এবং সেখানকার দরিরামপুরে হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন; সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল হাইস্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তখন ১৯১৭ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। নজরুল পড়া ছেড়ে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দেন এবং করাচি চলে যান। যুদ্ধে থাকাকালীনই 'ব্যথার দান' গ্রন্থটি রচনা করেন। নজরুলের মধ্যে যুগপৎভাবে বিকশিত হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক ও বিদ্রোহী সত্তা। বৃটিশ সরকার তাকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রাজদ্রোহীতার অপরাধে কারাবন্দী করে এবং বিচারে তিনি কারাদন্ড প্রাপ্ত হন। তিনি সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার পর থেকেই 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত ও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি ১৯৪২ সালে স্নায়ুবিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর সুস্থ হতে পারেননি। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে তাঁকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসে এবং ১৯৭৬ সালে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। অসুস্থ অবস্থায় ১৯৭৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। কাজী নজরুল ইসলাম অনেক বছর বেঁচেছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি। কিন্তু তাঁর সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ছিল প্রায় ৫০ বছর। ঐ সময়কালে তিনি বহুকাজ করেছেন। পেশাতভাবে তিনি ছিলেন--মসজিদের ইমাম, লেটোগানের রচয়িতা, হোটেল বয়, কাজের ছেলে, হাবিলদার, সাংবাদিক, সম্পাদক, কবি, উপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, ছোটগল্প রচয়িতা, নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকার, সুরকার, সংগীতসাধক, সংগীত পরিচালক, গায়ক, রাজনীতিবিদ। এই বিচিত্র ও বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে ইতবাচকভাবে, নেতিবাচকভাবেও।

সাহিত্য-সংগীত জীবন : সৃষ্টি ও স্বীকৃতি

কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র ২৩ বছর সাহিত্য-সংগীত চর্চা করার সুযোগ পান। এই অল্প সময়ে তিনি সৃষ্টি করেন অনেক গ্রন্থ এবং ৪/৫ হাজার গান। নজরুল রচিত কাব্যগ্রন্থদুলো হচ্ছে: অগ্নিবীণা, সাম্যবাদী, ঝিঙেফুল, সিন্ধু হিন্দোল, চক্রবাক, নতুন চাঁদ, মরুভাস্কর, বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, চিত্তনামা, পূবের হাওয়া, সর্বহারা, ফণীমনসা, সঞ্চিতা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, প্রলয় শিখা, নির্ঝর, শেষ সওগাত, ঝড়; উপন্যাস: বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা। তাঁর গল্পগ্রন্থসমূহের নাম হচ্ছে;-ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, হক সাহেবের হাসির গল্প, সাপুড়ে। ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা, ঝড়, পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে প্রভৃতি হচ্ছে নজরুল রচিত নাটক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম: যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গল, রাজবন্দীর জবানবন্দী। নজরুল একজন দক্ষ অনুবাদক ছিলেন । তাঁর অনুবাদগ্রন্থগুলো হচ্ছে--দিওয়ানে হাফিজ, কাব্যে আমপারা, মক্তব সাহিত্য, রুবাইয়াৎ-ইওমর খৈয়াম। সংগীত স্রষ্টা হিসেবে নজরুল অতুলনীয়। বিষয় বৈচিত্র্য এবং সুর উভয় বিবেচনাতেই নজরুল তুলনাহীন সাফল্যের অধিকারী। তাঁর সংগীতগ্রন্থ হচ্ছে-বুলবুল (১ম খন্ড ও ২য় খন্ড); চোখের চাতক (১৯২৯) ; চন্দ্রবিন্দু (১৯৪৬); নজরুল গীতিকা (১৯৩০) ; নজরুল স্বরলিপি (১৯৩১); সুরসাকী (১৯৩১); জুলফিকার (১৯৩২) ;বনগীতি (১৯৩২) ;গুলবাগিচা (১৯৩৩) ;গীতিশতদল (১৯৩৪); সুরলিপি (১৯৩৪); সুর-মুকুর (১৯৩৪) ;গানের মালা (১৯৩৪)।

সাহিত্য-সংগীত রচয়িতা হিসেবে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই ১৯২৯ সালে সকল ধর্মের শীর্ষ গুণীজনদের দ্বারা কলকাতার অ্যালবার্ট হলে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধিত হয়েছিলেন যা আর কোনো কবির ভাগ্যে জোটেনি। তিনি বিদ্রোহী কবি; সাম্যবাদী কবি; যৌবনের কবি; প্রেমের কবি; স্বাধীনতার কবি; অসাম্প্রদায়িক কবি; বাংলা আধনিক গানের জনক; ইসলামী জাগরণের কবি; মহা বিশ্বশ্বকবি। তিনি জগত্তারিণী, পদ্মভূষণ, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করেন। তবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার কাছে সেসব নস্যিমাত্র। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি; বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গো অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ, রাস্তার-সরণীর নামকরণ, বিমানবন্দরের নামকরণ; সংগঠনের নামকরণ; জাতীয়ভাবে জন্মদিন উদযাপন; সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় অন্তর্ভুক্তি; জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ কবিতা ছড়া গান এবং পুস্তক রচিত।

নজরুলে জীবনদর্শন ও শিল্পচেতনা: নজিরবিহীন এক অনন্য সংশ্লেষ

কাজী নজরুল ইসলাম এক বিস্ময়কর প্রতিভার নাম। কবিতা-গান-অভিভাষণ-সম্পাদকীয় প্রভৃতির মাধমে তিনি যেভাবে জনজীবনকে আলোড়িত করেছিলেন , তা আর কোনো কবি করতে পারেননি। তাঁর ব্যক্তিজীবনও ছিল অনন্য এবং পূর্বনজিরবিহীন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকারী প্রথম ব্যক্তি বা কবি; কোনো রাজনীতিবিদ নয়, একজন কবি নাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বশাসনকারী বৃটিশরাজের ভিত। তিনি কবিতা লিখে কবি হিসেবে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং জেল খেটেছেন প্রথম। তিনি নারীস্বাধীনতার পক্ষে প্রথম কবিতা রচনা করেছেন। তিনি আধুনিক বাংলা গানের প্রচলন করেছেন। তিনি বাংলাভাষায় গজলগান নিয়ে এসেছেন। তিনি সর্বাধিক সংখ্যক এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গান রচনা করেছেন। সুরবৈচিত্র্যে তিনি তুলনাহীন। তিনি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রাগ-রাগিনী উদ্ভাবন করেছেন। তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় অগ্নিবাণী বীররসের কবিতা ও গানের প্রচলন ঘটিয়েছেন। তিনি প্রথম ইসলামী সংগীত রচনা করেছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের সনাতন ধর্মীয় সংগীত রচনা করেছেন। তিনি সকল ধর্মের মানুষের মহামিলনের ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে কবিতা ওগার রচনা করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে তো বটেই , বিশ্বসাহিত্য-সংগীতের অঙ্গানের সবচেয়ে বড় মানবতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবি-গীতিকার। তিনি বাংলাভাষার আগুন ঝরা প্রকাশ ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। তিনি একহাতে বিদ্রোহের কবিতা গান রচনা করেছেন, অন্যহাত দিয়ে রচছেন প্রেমের কবিতা-গান। কবিদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পেশায় কাজ করেছেন। তিনি ভিন্ধর্মীয় নারীকে বিয়ে কের সংসার করেছেন তাকে ধর্মান্তরিত না করেই এবং নিজ সন্তানদের নাম রেখেছেন একাধিক ধর্মের নামের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। এটাও তখন পূর্বনজিরবিহীন অভিনব ঘটনা ছিল। সমকালে এত সমাদর আর কোনো কবির ভাগ্যে জোটেনি; আবার তাঁর মতো নির্ম সামলোচনা ও নিন্দার ভাগীদার হতে হয়নি অন্য কোনো কবিকে। **প্রখ্যাত সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী যথার্থতই বলেছেন: ‘কবি হিসেবে তিনি কতো বড়ো, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, তিনি তাঁর বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল-- তিনি একক ও অনন্য। সমসাময়িক কবিদের সঙ্গো তাঁর তুলনা তিনি অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছেন, কারণ অন্যেরা যেখানে শুধুই কবি, তিনি সেখানে তাঁর সৃষ্টির চেয়েও মহত্তর এক ব্যক্তি, তিনি ইতিহাসের স্রষ্টা, এবং ইতিহাসের একপর্বের একজন নায়ক। সমকালকে এভাবে আলোড়িত অভিভূত আর কোনও কবি করেনি।’**

জ্ঞানভিত্তিক জীবন ও সমাজ বিনির্মাণের কবি

কাজী নজরুল ইসলাম প্রবলভাবে জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তিনি জ্ঞানভিত্তিকসমাজ গঠনের পক্ষে ছিলেন। মূর্খতা, অশিক্ষা, অন্ধত্ব দূর করে জ্ঞানের আলোকিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তাঁর জীবন দর্শনের অন্যতম প্রধান দিক। তিনি ছোটকাল থেকেই জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর এক লেটা গানে বলেছিলেন:

শোনো শোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মৌলভি সবে।
সকল ধর্মের সার কি? জানিতে মোরে হবে?
সে কারণে বেদ উপনিষদ পুরাণাদি আর,
জানিতে পড়িতে জাগে বাসনা আমার,
ফার্সিতে এসব তরজমা করহ তোমরা সবে।।
[লেটো গান, নজরুলসঙ্গীত সমগ্র]

তিনি যতদিন সুস্থ ছিলেন, ততদিন এই জ্ঞানের সাধনা করে গেছেন। বিশ্বসাহিত্য, বিশ্বদর্শন, বিভিন্ন ধর্ম এবং সংগীত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল বিস্ময়করভাবে ব্যাপক ও গভীর। বিশ্বসাহিত্য, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও মিথ, মানবজাতির অতীত ইতিহাস, সংগীত, সরকার ও প্রশাসন, পুঁজিবাদ, পুরুষতন্ত্র, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের শেকড় প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞান ছিল ঈর্ষণীয়ভাবে সমৃদ্ধ। তিনি একইসঙ্গে বাংলা, আরবী, হিন্দি, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তবে সবচেয়ে বড় বিষয়টি ছিল-তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন; ছিলেন নিজের জীবন নিজেই গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর জীবন তাঁর নিজহাতে প্রণীত। তখন মুসলমান বাঙালি সমাজ জ্ঞানবিমুখ ও শিক্ষা থেকে দূরে সরে ছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্যজনিত দূরত্ব। নজরুল জেনেছিলেন একমাত্র শিক্ষায় সমানভাবে প্রাগসর হলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি জ্ঞানার্জনের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন: “আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙালি মুসলমানদের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড় শ্রেষ্ঠ। ’ তনি মুসলমানদের জ্ঞানবিজ্ঞানবিমুখতাকে চিহ্নিত করে আরও জোরে কষাঘাত হেনে বলেছেন, ‘বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে / বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফিকাহ ও হাদীস চষে ।’ প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য, নজরুল চাকরিপ্রত্যামী কেরানি তৈরীর শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। তিনি শিক্ষা গভীরভাবে জ্ঞানার্জন ও অন্তরের দিক থেকে আলোকিত মানুষ হয়ে ওঠাকে বুঝিয়েছেন। এখন যেটাকে আলোকায়ন বা enlightenment বলা হচ্ছে , নজরুল বহু আগেই সেকথা বলেছেন। তখন পরাধীন ভারতের বাংলায় উচ্চশিক্ষিত একদল হিন্দু যুবক গড়ে তুলেছিল আলোকপ্রাপ্ত একটা সমাজ বা সংঘ। তাদের বলা হতো ইয়ং বেঙ্গাল। তারাই বাংলা সাহিত্যে শিল্পে আধুনিকতার আলো ছড়িয়েছিল। তারাই হিন্দু সমাজের সকল ধর্মীয়-সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। কিন্তু সেই জ্ঞানালোক থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজ ছিল পিছিয়ে। নজরুল তুলনা রচে বলেছেন: ‘ইউনিভার্সিটির কত উজ্জলতম রত্ন – যাহারা আজ অনায়াসে জজ ম্যাজিস্ট্রেন্সট ব্যারিস্টার প্রফেসার হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করিত, তাহারা রাস্তায় প্রাণ ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই ত মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জাতি আজও টিকিয়া আছে। দীপ-শলাকার মত ইহারা নিজেদের আয়ু ক্ষয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রাণ-প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতেছে।... আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরি অর্জনের জন্য। গাধার “ফিউচার প্রসপেক্টের” মত আমরা ঐ চাকুরির দিকে তীর্থের কাকের মত হা করিয়া চাহিয়া আছি। বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া কিছু যদি না হই অন্তত সাবরেজিস্টার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি – তাহাদের কি আর মুক্তি আছে ? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহীদদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরির মোহ, পদবির নেশা, টাইটেলের বা

টাই ও টেলের মায়া যদি বির্সজন না করিতে পারি, তবে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত। ' [তরুণের সাধানা / কাজী নজরুল ইসলাম]

আলোকিত ও প্রগতিশীল জীবন দর্শনের কবি

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রকৃত অর্থেই প্রগতিশীল মানুষ। তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মতবিরোধকে দ্বন্দ্ব হিসেবেনা দেখে উভয় অঞ্জানের ইতিবাচক দিকগুলোকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লেটোগানে বলেছিলেন, '' কোন কেতাবে লেখা আছে, হারাম বাজনা গান/ দাউদ নবীর বাঁশির সুরে চমকে পাখির প্রাণ/ সুর যদি ভাই হারাম হতো/ বেলালে কি আজান দিত/ হাফিজ কআরী মধুর সুরে, পড়ত কি কোরান।''(লেটো গান) তিনি বিজ্ঞানকে বরণ করে করে বিজ্ঞানের পক্ষে বহু কবিতা লিখেছেন । কাজী নজরুল ইসলাম তার এক অভিভাষণে বলেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি- এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।' বিংশ শতাব্দী মানেই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, বিজ্ঞানের জয়জয়কার। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সামগ্রিক অর্থেই বিদ্রোহী কবি, বিদ্রোহী মানুষ। ফলে পুরনোর স্থলে নতুনকে বরণ করা ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ কাজ। বিজ্ঞানের আবিষ্কার বিদ্যুৎ, গ্রামোফোন রেকর্ড, জিপগাড়ি এসব তিনি ব্যক্তিজীবনেই ব্যবহার করেছিলেন অন্যদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে। তিনি জীবনে-ভুবনে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছিলেন উৎসাহিত চিত্তে। বিজ্ঞানীদের কার্যক্রম লক্ষ করে বলেছিলেন, 'নীহারিকা-লোকে অনিমিখে চেয়ে আছেন বৈজ্ঞানিক/ কত শত নব সূর্য জনমি রাঙায় অজানা দিক।' তিনি আরও বলেছেন, 'তুহিন মেরু পার হয়ে যায়/ সন্ধানীরা কিসের আশায়/ হাউই চড়ে চাই যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে/ শুনবো আমি ইঙ্গিৎ কোন্ মঙ্গল হ'তে আসছে উড়ে।' 'সন্ধানীরা' মানেই বিজ্ঞানীরা। এই কবিতা রচিত হওয়ার প্রায় দুই যুগ পর বিজ্ঞানীরা সত্যি সত্যি চাঁদে গেছেন। এখন তো বিভিন্ন গ্রহে প্রাণের অনুসন্ধান চলছে। এভাবেই নজরুলের ভাবনা ও বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান একবিন্দুতে মিলিত হয়ে গেছে। 'আমি গাই তারি গান' কবিতায় সাগরে, ভূগর্ভে-আকাশে-জঙ্গলে অনুসন্ধান পরিচালনাকারী বিজ্ঞানীদের নান্দীপাঠ করেছেন। যারা মেঘ-বজ্র ছেনে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছেন, যারা বৈদ্যুতিক ফ্যান আবিষ্কারের মাধ্যমে বাতাসকে করেছেন 'আজ্ঞাবাহী', যারা সাগরের গর্ভ থেকে মুক্ত আহরণ করেছেন, তিনি তাদের সবার জন্য বন্দনা রচেছেন : 'এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি'। তিনি শিল্পসাহিত্য-সংগীতকে প্রগতিশীল সমাজের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তখন মুসলমান সমাজ এসবক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল অশিক্ষা ও কুসংস্কারের দাস হয়ে। নজরুল বলেছেন, 'আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে ? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙালি মুসলমানদের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি , যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড় – শ্রেষ্ঠ।' [তরুণের সাধনা / কাজী নজরুল ইসলাম] তিনি আলোকিত ও প্রগতিশীর জীবনের পথে যা-কিছু বাধা আছে ধর্মীয় কিংবা সামাজিক, তা অপসারণের প্রেরণা দিয়েছেন প্ররোচনামূলক ভাষায়: 'আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে যে বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্চার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মত আমরা বহিয়া যাইব। যাহা থাকিবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙ্গিবার তাহা আমাদের চরণাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। দুর্যোগ রাতের নীরন্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হইক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্তি ! সকল বাধা-নিষেধের শিখর-দেশে স্থাপিত আমাদের উদ্ধত বিজয়-পতাকা। প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা যেন সকল সঙ্কীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।' [পূর্বোক্ত]

গণমুখী ও জীবনমুখী জীবনদর্শনের কবি

আজকাল গণমুখী শব্দটি বেশ বাহবা পাচ্ছে। এমনকি সরকারি প্রশাসন যন্ত্রও এখন Pro-people বা গণমুখী হতে নানাবিধ কসরৎ করছে। বলা হচ্ছে গণমুখী প্রশাসন, জনবান্ধব পুলি চাই আমরা। কাজী নজরুল ইসলাম সেই বৃটিশ আমলেই শিল্পসাহিত্যের ফতোয়ার তোয়াক্কা না করে নিজেকে গণমানুষের কবি-কর্মী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন শতভাগ সাফল্যে ও সার্থকতায়। এটি তিনি করেছিলেন সচেতনভাবেই। কারণ এটা ছিল তাঁর জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি। তিপিন বলেছিলেন,

“আমি উঁচু বেদীর উপর সোনার সিংহাসনে বসে কবিতা লিখিনি। যাদের মুক মনের কথাকে আমি ছন্দ দিতে চেয়েছি, মালকোচা মেরে সেই তলার মানুষের কাছে নেমে গেছি। দাদারে বলে দুবাহু মেলে তারা আমায় আলিঙ্গন দিয়েছেন। আমি তাদের পেয়েছি---তারা আমায় পেয়েছে।’’

নজরুল সকল শ্রেণির মানুযষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন এবং তাদের একজন হয়ে কাজ করেছেন সাহিত্য রচনা করেছেন, সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য সংগীত হয়ে উঠেছে কৃষক, জেলে , কামার , কুমার, তাঁতি, মজুর, শিল্পশ্রমিক, নারী, পুরুষ, হরিজন, দলিত, সাঁওতাল , বেদে, সকলের উপভোগের ও অংশগ্রহণের সৃষ্টি। তিনি সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত, পিছিয়ে পড়া সকল শ্রেণির মানুষের পক্ষে শক্তহাতে কলম ধরেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সোনা ফলেছে। অবজ্ঞার তাপে যাদের জীবন ছিল শুষ্ক মরুভূমি, তাদের জীবনকে তিনি রসে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি মাটির কাছাকাছি থেকেছেন, জীবনে জীবন যোগ করেছেন এবং কথা ওকাজে সত্য আত্মীয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর মাঝেই পূর্ণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘ ঐকতান’ কবিতার প্রার্থনা । তিনি শিল্পের জন্য শিল্প এই তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থেকেও জীবনের জন্য শিল্প এই শিল্পদর্শনকে হেরে যেতে দেননি। সেটা লক্ষ করে জীবনানন্দদাশ বলেছেন:

‘বাংলার এ মাটির থেকে জেগে, এ মৃত্তিকাকে সত্যিই ভালোবেসে আমাদের দেশে উনিশ শতকের ইতিহাস প্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়তাবাদী কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর জনপ্রেম, দেশপ্রেম পূর্বোক্ত শতাব্দীর বৃহৎ ধারার সঙ্গে সত্যিই একাত্ম। পরবর্তী কবিরা এ সৌভাগ্য থেকে অনেকটা বঞ্চিত বলে আজ পর্যন্ত নজরুলকেই সত্যিকারের দেশ ও দেশীয়দের বন্ধু কবি বলে জনসাধারণ মেনে নেবে। জন ও জনতার বন্ধু ও দেশপ্রেমিক কবি নজরুল। এ জিনিসের বিশেষ তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বলতে পারা যায় যে, যে সময়ে ও যেখানে জনমানস তার প্রার্থিত জিনিস পেয়েছে বলে মনে করে, সেখানে বাস্তবিকই তা অদ্বিতীয় ।’

সত্যসুন্দরের পক্ষে আপসহীন সংগ্রামী জীবনদর্শনের কবি

তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। বারবার জেল খেটেছেন। কিন্তু আপোষ করেননি। নারীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি কৃষকের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি পরাধীনতাবিরোধী, শোষণ-নিপীড়নবিরোধী এবং নারী-মুক্তির লক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করে নিজকণ্ঠে অগ্নিঝরা গান গেয়ে--বক্তৃতা দিয়ে মুক্তির অগ্নীবীণা বাজিয়েছেন। তিনি সাধারণ মানুষের সাথে মিশে সাধারণ মানুষের হয়ে অসাধারণ জীবন যাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ছিল নির্বিবাদ নিরীহ ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন। তিনি বলেছেন:

‘এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহি নে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক’দিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে;
যার যাহা আছে তার থাক্‌ তাই,

কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে!’
[পুরস্কার / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কিন্তু রবীন্দ্রভক্ত হয়েও জন্মসংগ্রামী নজরুল নিভৃত জীবন যাপনে রাজি নন। তিনি কবিজীবনের শুরুতেই তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় বলেছেন, যখন উৎপীড়িতের ক্রোন্দন-রোলে বিদীর্ণ হবে না আকাশ-বাতাস, যেদিন অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ আর ঝনঝন করবে না অন্যায় যুদ্ধের মাঠে, কেবল সেদিন থামবে তাঁর বিদ্রোহী সংগ্রাম ও অভিযান। তার আগে কোনো নিভৃতচারীর জীবনযাপন তাঁর নয়। তিনি সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে, কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রবল কবিকণ্ঠ। তিনি সকল প্রকার অন্যায় যুদ্ধের বিরোধী এবং সেজন্যই বিশ্বকে ‘নিঃক্ষত্রিয়’ করতে চেয়েছেন। তিনি অন্যায়কারী ‘ভগবান’দের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেয়ার সক্ষমতা ও সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। আর পৃথিবীর বুক থেকে অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন চিরতরে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছেন। কবিতার মতোই তিনি প্রবন্ধেও একই ধরনের সংকল্প ব্যক্ত করেছেন: ‘ আমি আমার পৃথ্বিমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙ্গালার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্যে, দারিদ্রে, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিত হয়ে গেছেন।   তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্য-দানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললাম, আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লা চাই না, ভগবান চাই না। এইসব নামের যদি কেউ থাকেন তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন। আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরত্রী-মাতার ঋণ আছে । আমার বন্দিনী মাকে এ্ অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তিনেই, আমার শান্তি নেই। ’[আমার সুন্দর / কাজী নজরুল ইসলাম]

নজরুল সততা ও লোভহীনতার মূর্ত প্রতীক। তিনি বরাবরই দারিদ্রকবলিত মানুষ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে বৃটিশ সরকাপরেরসাথে একটু মানিয়ে চলে সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মুক্তির জন্য অপোসহীন থেকেছেন, লড়াই করে গেছেন। লোভ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও ভয়ের কাছে বিকিয়ে যান কত প্রতিভা: ‘মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পন্ডিতসমাজ।’ (সোনালি কাবিন / আল মাহমুদ)। কিন্তু নজরুলকে কোনও আর্থিক লোভ, পুরস্কারের হাতছানি, পদমার্যাদার মোহ কিংবা জেল-জুলুমের ভয় আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের সময় যখন বড়বড় কবি সাহিত্যেকরা সুচতুরভাবে চুপ থেকে সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডের বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তখন তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে অনতে মাঠে নেমে কাজ করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাবিরোধী গান গেয়েছেন মহল্লার মহল্লায়।‘দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার’ কবিতা বা গান সেভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কৃষক-সম্মেলন, নারী-সম্মেলন, ছাত্র-সম্মেলনে সশরীরে শরীক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘জীবনে জীবন যোগ করা/ না হলে বৃথা পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।’ নজরুল জীবনে জীবন যোগ করেছেন, ‘কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা’ অর্জন করেছেন। তাঁর কবিতা গান-গল্প-অভিভাষণ মহৎ মানবতাবাদী সৃষ্টিকর্মের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । তিনি ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সৃষ্টির চেয়েও মহৎ। তাঁর সৃষ্টিকর্মে ভুলত্রুটি আবিস্কার করা অসম্ভব নয়; কিন্তু ব্যক্তি নজরুল সকল লোভ- লালসা, ভয়-ভীতি ও সাম্প্রদায়িকতা-সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। নজরুল পূর্ণ মানবতার প্রতীক পূর্ণ বাঙালিত্বের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ধার করে বলা যায়: ‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ/তাই তব জীবনের রথ/পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার/বারম্বার।’

সাম্যবাদী ও সম্প্রীতিমূলক জীবন দর্শনের কবি

তিনি ছোটকাল থেকেই জেনেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে দুনিয়ার সকল মানুষই এক ও অভিন্ন। আজকাল পুঁজিবাদী অর্থনীবিদগণ এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সবার জন্য উন্নয়ন বা Inclusive Development এর কথা বলেন। আর নজরুল বলেছেন Inclusive World এর কথা। এবং সেও কত আগে! তিনি লেটোগান রচনার কালেই এই জীবনদর্শন লাভ করেন: " ওরে ওরে মানুষে মানুষে ভেদ নাই / বাবা আদম আর মা হাওয়া হতে সৃজন যে সবাই।'' তিনি একই গানে আরও বলেছেন যে বিশ্বের সকল প্রাণী, কীটপতঙ্গ ও উদ্ভিদ সবার উৎস এক এবং এই পৃথিবী সমানভাবে সবার। বড় হয়ে ' সাম্যবাদী' কবিতায় বলেছেন,

গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সববাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?- পার্সী? জৈন? ইহুদী?সাঁতাল, ভীল গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বাক চেলা? বলে যাও, বলো আরো!
বন্ধু যা-খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যতসখ-
কিন্তু কেন এ পন্ডশ্রম, মগজে হানিছ শুল?
দোকানে কেন এ দর কষাকষি?-পথে ফুটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
[সাম্যবাদী, সাম্যবাদী]

কিন্তু যখনই শান্তিপূর্ণ-প্রেমময় পৃথিবীর স্থানে বৈষম্যমূলক পৃথিবীর ছবি দেখেছেন, তখনই গভীর বেদনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে তাঁর কলম। তিনি বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ। মানুষের জীবনে এক দিকে কঠোর দারিদ্র-ঋণ-অভাব; অন্যদিকে লোভী অসুরের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তুপের মত জমা হয়ে আছে। এ অসাম্য ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে সংগীতে কর্মজীবনে অভেদ ও সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না। জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান- বেদনার গান গেয়ে যাব আমি। দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে। সকলের বাঁচার মাঝে থাকবো আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।.....বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসি নি। আমি নেতা হতে আসি নি। আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম।"

যুগ যুগ ধরে পুরুষতান্ত্রিকতার শেকলে বন্দী, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত ও শোষিত মানবজাতির অর্ধেকাংশ। তারা নারী। নজরুল ব্যক্তিজীবনে এবং সৃজনশীল জীবনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার, সমমর্যাদা ও প্রীতিময় সম্পর্কে ও অবস্থানে বিশ্বাস করেছেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সাম্যবাদী কলমকে শানিতভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতা, গান, অভিভাষণ, প্রবন্ধ , কথাশিল্পী সবকিছুই নরনারীর সমতাভিত্তিক সহাবস্থানের প্রবল কণ্ঠ হয়ে উঠেছে যার তুলনা অন্য কোনো কবির সৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। তিনি একদিকে বিশ্বসভ্যতায় ও তার অগ্রগতিতে নারীর অবদানকে হাইলাইট করে তুলে ধরেছেন, পরুষদের মনোভাব পরিবর্তনে প্রেরণা ও

আঘাত দিয়েছেন , অন্যদিকে নারীদেরও পুরুষতন্ত্রের শেকল ভেঙে বের হয়ে আসার অগ্নিমন্ত্র দান করেছেন। তাঁর ‘ নারী’, ‘ বারাঙ্গনা’ প্রভৃতি কবিতা এবং ‘জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা’ সহ আরও অনেক গান আজও নারীজাগরণের মন্ত্র হিসেবে উচ্চারিত হচ্ছে।

বিশ্বমানবীয় জীবন দর্শনের কবি

কাজী নজরুল ইসলাম মনেপ্রাণে বিশ্বাসে জীবন যাপনে বিশ্বনাগরিক। তিনি কোনো ধরনের কৃত্রিম ভেদাভেদে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বমানুষের ও বিশ্বমানবতাবাদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সবচেয়ে সোচ্চারকণ্ঠ কবি। সাহিত্যে-সংগীতে-প্রবেন্ধ-নাটকে-উপন্যাসে-অভিভাষণে তিনি সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের অগ্রদূত। তিনি একজন ষোল আনা বিশ্বনাগরিক এবং তা প্রকৃত অর্থে। তিনি বলেছেন: “তিনি এক অভিভাষণে বলেছেন ‘এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলে শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল সমাজের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা আমার সাধনা। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি।” আপন দেশ জাতি এবং একই সাথে বিশ্বমানুষের প্রতি এমন দায়বদ্ধ কবি পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আর জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি কবিতায় উদার মানবিকতাবাদ ও সর্বমানবতাবাদের জয়গান রচেছেন। তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খৃস্টান-পারসিক-অগ্নি উপাসক-ইহুদী-নৃতাত্ত্বিক উপজাতি সকল মানুষকে একই মানুষ হিসেবে দেখেছেন এবং সবার মহামিলনের অভিন্ন মোহনা রচেছেন।

স্বাধীন জীবন দর্শনের কবি ও মানুষ

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন একটি পরাধীন দেশে। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বাধীন মানুষ। তাঁকে বলা হয় পরাধীন দেশের স্বাধীন কবি। তিনি মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা ও আত্মিক স্বাধীনতার অগ্রদূত। সকল প্রকালের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অপশাসন, শোষণ, অজ্ঞানতা, জরা, যৌবনহীনতা ও অলীক ভয়ভীতি থেকে করা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। সাহিত্য-সংগীত রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বেড়াভাঙা ও বাঁধভাঙা মনের পরিচয় দিয়েছেন।

(ক) রাজনৈতিক স্বাধীনতা:

কাজী নজরুল ইসলাম এবং স্বাধীনতা এই শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক। কংগ্রেস নয়, মুসলিম নয় অথব ানয় কোনো কম্যুনিস্ট পার্টি, কবি কাজী নজরুল ইসলামই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ রাজনৈতিকস্বাধীনতা দাবি করেন জোরেসারে এবং পরিস্কার ভাষায়। তাঁর হসরত মোহানী একজন উর্দু কবি একবার স্বাধীনতা কথা বলেছিলেন কিন্তু সেটা তেমন জোরালো ছিল না , সংগঠিত ছিল না। সেটা ছিল অনেকটাই বন্দুক পাওয়ার জন্য রাইফেল দাবি করার মতো। এবং সেই দাবিতে অনড় থেকে তিনি আর কোনো কথা বলেননি অথবা সেই দাবির পুনরাবৃত্তিকরেননি। কিন্তু নজরুল বৃটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষতকে স্বাধীন করার জন্য প্রবলভাবে সোচ্চার ও সক্রিয় ছিলেন যার সাথে অন্য কারো তুলনা চলে না। সেজন্য কবি শামসুর রাহমান তাঁর সুবিখ্যাত ‘ স্বাধীনতা তুমি ‘ কবিতায় স্বাধীনতা এবং নজরুল ইসলামকে সমার্থক ব্যঞ্জনায় তুলিত করেছেন:

‘স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-’

কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে কবিতা রচেছেন , সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লিখেছেন এবং জেলজুলুম ভোগ করেছেন। তিনি বলেছেন:‘ সর্বপ্রথম, ‘ধূমকেতু’ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথি এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূরণ স্বাধীনতা-রক্ষা,

শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশির মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।’

কেবল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তেই নয়, তিনি কবিতায় স্বাধীনতার কথা বলেছেন ভয়ংকর সুন্দর ভাষায়।

‘বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই!
'ভারত হবে ভারতবাসীর'- এই কথাঁটাও বলতে ভয়।
এদের তোরা বলিস নেতা, এদের কথায় চলতে হয়।

বল রে তোরা বল নবীন-
চাই নে এসব জ্ঞান প্রবীণ।
চোখের সামনে দেশকে এরা করছে ক্লীব দিনকে দিন,
চায় না এরা- হই স্বাধীন।

আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি- মরব শেষ!’
(বিদ্রোহী বাণী /বিষের বাঁশী)

রতনে রতন চেনে। বাঙালি জাতির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে স্বীকৃত যিনি আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে হাজার বছরের লাখো বছরের বাঙালি জাতিকে প্রথমবারের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারী হতে সফল ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেছেন:

‘নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার। বাংলার শেষ রাতের ঘনান্ধকারে নিশীথ নিশ্চিত নিদ্রায় বিপ্লবের রক্তনালীর মধ্যে বাংলার তরুণরা শুনেছে বিধাতার অট্টহাসি, কালভৈরবের ভয়াল গর্জন—নজরুলের জীবনে, কাব্যে, কণ্ঠে। প্রচণ্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত, লেলিহান অগ্নিশিখার মত, পরাধীন জাতীর তিমির ঘন অন্ধকারে বিশ্ববিধাতা নজরুলকে এক স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছিলেন এই ধরার ধুলায়। ... সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের অগ্নিমন্ত্র বাঙালি চিত্তে জাগিয়েছিল মরণজয়ী প্রেরণা—আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুকঠিন সংকল্প।’

(খ) কুসংস্কার থেকে মুক্তি

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন নানাবিধ কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর কুপ্রথায় আকীর্ণ ও আবদ্ধ একটি ভূগোলে ও সময়ে। তিনি জেনেছিলেন এসকল অন্ধত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে যাতে করে তার আত্মিক মুক্তি ঘটে। তিনি সকল ধর্মীয় কুসংস্কারেরবিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মানুষকে সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে বের হয়ে আসতে প্রেরণা ও প্ররোচনা দান করেন।

সংস্কারের জগদ্দল পাষাণ
তুলিয়া বিশ্বে আমরা করেচি ত্রাণ।
সর্ব আচার-বিচার-পঙ্ক হতে
তুলিয়া জগতে এনেছি মুক্ত স্রোতে।
অচলায়তনের বাতায়ন খুলি – প্রাণ
এনেছি, গেয়েছি নব-আলোকের গান।
[বিংশ শতাব্দী / প্রলয়-শিখা]

(গ) আত্মিক স্বাধীনতা

নজরুল বিশ্বাস রেতেন, মানুষে অপরিসীম শক্তির আধার। কিন্তু সে নিজেকে চেনে না। ফলে নিজেকে দুর্বল জ্ঞানে নানারকম কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও দখলদার শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে দিন কাটায়। তিনি তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যক্তির আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছেন এবং তাকে মনেপ্রাণে স্বাধীন সত্তা হিসেবে চিনতে সহায়তা করেছেন। তিনি বলেছেন: " আমি সহসা আমারে চিনেছি আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ।" অনরূপভাবে ' মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা' প্রবন্ধে বলেছেন: ' একবার শির উঁচু করে বলো দেখি বীর, 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা!' দেখবে অমনি তোমার পূর্ব-পুরুষের রক্ত-মজ্জা-অস্থি দিয়ে গড়া রক্ত-দেউল তাসের ঘরের মতো টুটে পড়েছে, তোমার চোখের সাত-পুরু-করে বাঁধা পর্দা খুলে গেছে, তিমির রাত্রি দিক-চক্রবালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। তোমার হাতে-পায়ে গর্দানে বাঁধা শিকলে প্রচন্ড মোচড় দিয়ে বলো দেখি বীর – 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা!' দেখবে অমনি তোমার সকল শিকল সকল বাঁধন টুটে খান খান হয়ে গেছে।'

জাগো অচেতন, জাগো! আত্মাকে চেনো! যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে দিয়ে যাও তাকে, দেখবে তোমারই পতাকা-তলে বিশ্ব শির লোটাচ্ছে। তোমারই আদর্শে জগৎ অধীনতার বাঁধন কেটে মুক্ত উদার আকাশতলে এক পঙক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।' কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা যথার্থই বলেছেন: 'বাংলার জয় হোক'-- এই নজরুলীয় আশাবাদকে জনতা জাতীয় স্লোগানে রূপান্তরিত করে সমুদ্র-নিনাদে উচ্চারণ করেছিলো: 'জয় বাংলা'। তাই তো একাত্তরের বাঙালি বিজয়ী বাঙালি। আর বিজয়ী বাঙালি মানেই নজরুলের মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালি। নজরুল বাংলার জাতীয় কবি এই কারণেই নয় যে, তিনি বাংলার বা বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় কবি। বরং এই কারণেই যে বাঙালিকে ব্যক্তি ও জাতিগত পর্যায়ে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে চিরবিজয়ী বীর বাঙালিতে পরিণত করার দীক্ষা দিয়েছিলেন একমাত্র তিনিই, যিনি পরাধীন ভূ-ভারতে স্বয়ংশাসিত স্বাধীন নাগরিক। মানবিক, ব্যক্তিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে সারা বিশ্বে মানবিক স্বাধীনতার এক শ্রেষ্ঠ ঘোষক কাজী নজরুল এভাবেই তাঁর স্বজাতিকে জাতিসত্তায় উন্মোচিত করে তাকে স্বয়ংশাসিত হওয়ার পথ দেখিছিলেন। তিনি স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের আদি নকশার স্রষ্টা।'

ব্যক্তির আত্মশক্তির অপরিমেয়তায় বিশ্বাসী এবং তার উদ্বোধনের অগ্রদূত কবি

কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের অপিরমেয় ও অনিঃশেষ শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ যদি একবার আত্ববিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং তার আত্মশক্তির সন্ধান পায়. তেব সেই মানুষকে কোনো অশুভ শক্তি আটকিয়ে রাখতে পারে না। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা যতখানি রাজশক্তির বিরুদ্ধে উচ্চারিত, তারচেয়ে অনেক বেশি মানুষের বহুমুখী দাসত্বের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও প্রেরণা। যেসকল প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পেয়ে এসেছে মানুষ এবং এখনও অনেক মানুষ সেই ভয় পায়, নজরুল সেকল ভূয়াশক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র দিয়েছেন 'বিদ্রোহী' কবিতায়। নজরুল বিশ্টবাস করতেন, যখন ব্যক্তিমানুষ তার ভেতরের সুপ্তশক্তির সন্ধান পাবে এবং তার উদ্বোধন ঘটাবে, তখন বিশ্বের অন্যান্য সকল শক্তি তার কাছে হার মানতে বাধ্য হবে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান , বিশ্বাসী ও সক্রিয়তার সচেতন কোনো মানুষকে অন্ধবিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, কুসংস্কার, সামাজিক কুপ্রথা অনুগত করে রাখতে পারে না। যখন মানুষ আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে পারবে , তখন সে দেখতে পাবে তাপর শক্তি অনেক অনেকবেশি এবং লাফ দিয়ে প্রবল বিশ্বাসে বলে উঠবে: 'আমি সহসা আমারে চিনিছি আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ।' নজরুল ভারতীয় উপমহাদশের মানুষকে নিজেদের অভ্যন্তরস্থ সুপ্তশক্তির সন্ধান দিয়েছেন এবং তাদেরকে সেইশক্তির উন্মোচন ঘটিয়ে শক্তিমান প্রাণময় মানুষে উন্নীত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন যাতে করে তারা সকল ভীরুতা এবং অন্ধবিশ্বাসনির্ভর অতিপ্রাকৃতশক্তির ওপর অকার্যকর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে নিজেরাই নিজেই ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠতে পারে। বিষয়টি লক্ষ করে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন: 'আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করব। ফরাসী বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইতে সেদিন পড়েছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, নজরুল

ইসলামের কবিতাপাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি মানুষে পরিণত হইবে।' পরবর্তীকালের বীরবাঙালিদের প্রেরণা ও শক্তির মূল উৎস নজরুল যার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নজরুলের অগ্নিঝরা কবিতাগানের ভূমিকায়।

অনন্য সৌন্দর্যচেতনাভিত্তিক জীবনদর্শন

প্রত্যেক মহত শিল্পী-সাহিত্যিকেরই শিল্পবোধ বা সৌন্দর্যচেতনা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় প্রচলিত শিল্পদর্শন ও সৌন্দর্যদর্শনের অনুসারী। কিন্তু নজরুল ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাঁর সৌন্দর্যচেতনা ছিল অনন্য ও অভূবপূর্বসুন্দর। তিনি ছিলেন আধুনিকদের চেয়েও আধুনিক, প্রগতিশীলদের চেয়েও প্রগতিশীল এবং মহতদের চেয়ে মহত্তর। পাপ, পুণ্য, হালাল, হারাম, সুন্দর, অসুন্দর, সাধু, বারাঙ্গনা, সতী, অসতী, শৈল্পিক, অশৈল্পিক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও দর্শন ছিল। তিনি অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক-অর্টিস্টের মতো নারীর শারীরিক সৌন্দর্যকে বড় করে দেখেননি। তাঁর সাহিত্যে সংগীতে নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের স্তুতিগাথা অনুপস্থিত। তিনি নারীর বিকশিত ব্যক্তিত্ব ও গুণাবালীকে বড় করে দেখেছেন যা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কোনো বিশ্বসুন্দরী ধরনের নারীর প্রশংসা করে কবিতা লেখেননি; লিখেছেন বহু গুণের অধিকারী প্রবল প্রতাপশালী সম্রাজ্ঞী নুরজাহান, গোলকুন্ডার শাসনকর্ত্রী চাঁদ সুলতানা, তাজমহলের আড়ালের প্রভাবশালী নারী মমতাজ, বাঙালি কীর্তমান নারী শামসুন্নাহার, এদর নিয়ে। তিনি বারাঙ্গনা নারীকে মা বলে সম্বোধন করেছেন, তিনি বৈষম্যমূলক অসতী নারী ধারণাটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। প্রেম করা 'পাপ' অথবা 'ব্যভিচার' ইত্যাদি ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি লিখেছেন 'জীবনে যাহারা বাঁচিল না' 'পাপ' প্রভৃতি কবিতা। 'পাপ' কবিতায় নজরুলের ভাবনা আধুনিকতার শিখর স্পর্শ করেছে। তিনি এ কবিতায় বলেছেন যে-- পৃথিবী তথাকথিত পাপেরই জায়গা 'পাপস্থান'। তিনি বলেছেন 'সাম্যের গান গাই/ যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।' তিনি বলেছেন 'বিশ্ব পাপস্থান/ অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান।' অধিকন্তু ''পাপের পঙ্কে পূণ্য-পদ্ম ফুলে ফুলে হেথা পাপ।'' তিনি এতটাই আধুনিক যে বলেছেন-- মানুষ আত্মা ও দেহ নিয়ে পূর্ণসত্তা আর 'পুণ্যে দিলেন আত্মা ও প্রাণ, পাপেরে দিলেন দেহ।' দেহ বাদ দিয়ে তো মানুষ হতে পারে না। অতএব পাপ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। তাই 'সুন্দর বসুমতী/ চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয়, কামরতি।' এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাসাহিত্যে নজরুলের আমদানী এবং তাঁর হাতেই এর চূড়ান্ত রূপ লাভ। প্রকাশ প্রকরণে সহজিয়া বটে, কিন্তু বিষয়ভানায় ও জীবনদর্শনে গভীরভাবে চির-আধুনিক। আজকাল আধুনিক বুদ্ধিজীবীগণ বলেন, পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। কিন্তু শতবছর আগে পাপীদের পক্ষে ওকালতি করা নজরুলের কাছে ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত তারা।

নজরুলের সৌন্দর্যচেতনা অভেদসুন্দরের মন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত । তিনি ভেদাভেদহীন সাম্যে ও সমমর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর চোখে সুন্দর ছিল অখণ্ড সমগ্র। তিনি কেবল ফুল-পাখি-চাঁদ-শিশুমুখ-কিশোরীর হাসি এসববের মধ্যেই সুন্দরকে দেখেনি, তাঁর সুন্দরের ধারণা আরও বিস্তৃত, আরও ব্যাপক। তিনি বলেছেন: "সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় যা সুন্দর তাই দিয়ে। সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগান ই আমার ধর্ম। তবু বলছি আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ ভরা জল ও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাকে ক্ষুধা জীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি, যুদ্ধ ভূমিতে তাকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাকে দেখেছি । " কিন্তু একথা বলেই শেষ করেননি। তিনি আরও বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ । মানুষের জীবনে এক দিকে কঠোর দারিদ্র-ঋণ-অভাব; অন্যদিকে লোভী অসুরের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তুপের মত জমা হয়ে আছে। এ অসাম্য ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে সংগীতে কর্মজীবনে অভেদ ও সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না। জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান- বেদনার গান গেয়ে যাব আমি। দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে। সকলের বাঁচার মাঝে থাকবো আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার

সাধনা, এই আমার তপস্যা।” তিনি জীবন ও শিল্পকে অভিন্ন সুন্দরের মোহনায় মিলিত করেছেন। সৌন্দর্যের সেই মোহনা উদার হাওয়ায় প্রাণোচ্ছল , মহামানবিকতায় জোছনায় শুভ্রসচ্ছল। নজরুল দার্শনিক কবি বলেই তাঁর সৌন্দর্যচেতনা এমন শৈল্পিকতায় দায় মিটিয়েও মহামানিবকতার আলোয় উজ্জ্বল। নজরুলের সাহিত্য-সংগীত প্রাতিস্বিকতার রঙে সমৃদ্ধ তাঁর নিজস্ব তাজমহল -বাইরে বিদ্রোহের সাতরঙ, ভেতরে মহামিলনের অন্তরঙ্গ ছবি। বিশিষ্ট গবেষক নজরুল-জীবনীকার অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ বলেছেন: **‘হাজার বছরের বাংলা কাব্য-ভাণ্ডার ঐশ্বর্যমিণ্ডিত হয়েছে সহস্র কবির অবদানে। কারও অবদান কম, কারও বা বেশি। অবদানের গুণগত মানও বিভিন্ন রকমের। বেশির ভাগকবির অবদান এবং বৈশিষ্ট্য ধুয়েমুছে গেছে নির্মম কালস্রোতে। তারই মধ্যে যে-নামগুলো তাদের বৈশিষ্ট্যর জন্যে আজও জ্বলজ্বল করছে, নজরুল নামটি তাদের অন্যতম। কবি হিসেবে তিন যেমন অন্য কারও সঙ্গে তুলনীয় নন, ব্যক্তি হিসেবেও তেমনি। তিনি অনন্য।’** শিল্পসাহিত্যে ইউরোপীয় আধুনিকতার অন্ধ অনুসারী আধুনিক কবিদের পথে না হেঁটে নজরুল নিজেই একটি পথ তৈরী করে নিয়েছেন। সে-পথ মহামানবিকতায় উজ্জ্বল শিল্পসাহিত্যের। প্রথম দিকে তাঁর সমসাময়িক কবি জীবনানন্দ দাশও নজরুল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আরও পরে সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, রুদ্র মুহমম্দ শহিদুল্লাহ এবং আরও অনেক কবি নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

জীবন-দার্শনিক কবি

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন দার্শনিক কবি। তাঁর জীবন দর্শন পারস্যের রুমি, হাফিজ এবং বাংলার লালনশাহের জীবনদর্শনের কাছাকাছি অথবা একাধিক জীবনদর্শনের সংশ্লেষ। আর কাজী নজরুল ইসলাম একজন পুরোপুরি দার্শনিক কবি। তাঁর দর্শনটি পুরোপুরি বৃহত্তর মানবজীবনকেন্দ্রিক। তাঁর জীবন দর্শন সাম্যবাদ ও অভিন্ন মানবজাতির ধারণা প্রবক্তা। ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, সুন্দর, অসুন্দর,, সম্পদের মালিকানা, দারিদ্র, শাসন, প্রশাসন, শিক্ষা, পাপা, পুণ্য, ভালো , মন্দ, বিচার, অবিচার, স্বাধীনতা, পরাধীনতা, যৌবন, বার্ধ্যক্য ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান রয়েছে। কোনো লোভ, চাপ কিংবা বয়সের পরিবর্তন তাঁকে আপন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাতিস্বিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর দার্শনিকতার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিমানুষের অপিরমেয় সুপ্তশক্তিতে বিশ্বাস এবং সামবাদী পৃথিবী রচনার প্রত্যয়ে। মনেপ্রাণে ও বিশ্বাসে তিনি ছিলেন বিশ্বনাগরিক। তিনি ইহলৌকিক জীবনকেই সবখানি গুরুত্বে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মে ধর্মে জাতিতে জাতিতে বিরাজমান বিভেদগুলো সুবিধাবাদী মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি। এসকল বাধা অপসারণেই মাধ্যমেই সুখী ও শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ ও আলোকিত পৃথিবী গঠন করা সম্ভব। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে তাঁর গভীর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা ছিল। গভীর অশ্রদ্ধা ও আপত্তি ছিল বর্ণবাদ, জাতপাত, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনে। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন সকল অর্থেই একজন স্বাধীন মানুষ এবং মানুষের বহুমাত্রিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষ ও কবি। বাঙালির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বলেছেন, “নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার। বাংলার শেষ রাতের ঘনান্ধকারে নিশীথ নিশ্চিত নিদ্রায় বিপ্লবের রক্তনালীর মধ্যে বাংলার তরুণরা শুনেছে বিধাতার অট্টহাসি, কালভৈরবের ভয়াল গর্জন—নজরুলের জীবনে, কাব্যে, কণ্ঠে। প্রচন্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের মতো, লেলিহান অগ্নিশিখার মতো, পরাধীন জাতীর তিমির ঘন অন্ধকারে বিশ্ববিধাতা নজরুলকে এক স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছিলেন এই ধরার ধূলায়।” নজরুলের নিজের সত্তা ছিল স্বাধীন; তিনি সকল প্রকারের অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও অধীনতার শেকল থেকে মানুষকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সে স্বপ্ন দেখতে ও বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বাঙালি জাতিকে দিয়েছিলেন স্বাধীন সত্তার রূপরেখা এবং তা অর্জনের প্রেরণা, প্ররোচনা ও দিশা। তাই সাহিত্য-সংগীত তাই কোনো এলোমেলো সৃষ্টি নয়, কোনো লক্ষ্যহীন নন্দনচর্চা নয়। কবি হওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না ; তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষকে বহিরাঙ্গিক ও আত্মিক মুক্তির পথ প্রদর্শন এবং সে-পথে জোরপায়ে চালিত হতে অগ্নিমন্ত্র দান।

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম বিরাজিত বিশ্বরোগের একমাত্র প্যানাসিয়া। পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-রাজণতিক-ধর্মপ্রবর্তক-ধর্মগুরুর জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের কারুরই অবদান গুরুত্বহীন নয়। কিন্তু তারা সবাই খণ্ডিত মানবতার ও খণ্ডিত মানবিকতার নেতা। সবারই রয়েছে নিজস্ব সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠী। কিন্তু নজরুল সর্বমানবীয়। আমরা অতীতের প্রেক্ষাপটে থেকে যদি বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকাই তো দেখি-- সারা পৃথিবী এখন নতুন করে এবং আরও বেশি প্রকটভাবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দখলদারী যুদ্ধ এবং ভেদাভেদজনিত অবিচারের কবলে পড়েছে। ভারত উপমহাদেশে, মধ্যপ্রাচ্যে-- কোথাও শান্তি নেই এতটুকু। বিশ্বে অতীতের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ। নারী জাতিকে নতুন কৌশলে একপক্ষে কালো বোরকায় বন্দি এবং অন্যপক্ষে নগ্ন সেক্সপণ্যে পরিণত করার সুচতুর চেষ্টা চলছে। একদিকে সম্পদের পাহাড় ও আকাশছোঁয়া বিলাসিতা, অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষের অনাহার, অর্ধাহার, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা ও আশ্রয়হীনতার সীমাহীন কষ্ট। এই প্রেক্ষাপটে যদি পৃথিবীর কোনো কবির সৃষ্টি ও জীবনকে সমস্যা সমাধানের মডেল হিসেবে বেছে নিতে হয়, সেটি হবে নজরুলের সৃষ্টি ও ব্যক্তিজীবন। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুস্বপ্ন, স্বাধীনতা, সর্বজনীন মানবপ্রেম, ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, নারী-পুরুষের মাঝে সৃষ্ট কৃত্রিম বৈষম্য দূরীকরণ, পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজের স্থানে সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণ এবং সকল মানুষের মধ্যে উদারনৈতিক বন্ধুত্বপূর্ণ ও উপভোগ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কবি হিসেবে কথায় ও কাজে, সৃষ্টিতে ও সাধনায়, আদর্শের বহিঃপ্রকাশে ও ব্যক্তিজীবনে অনুশীলনে-- নজরুল এক ও অদ্বিতীয় । নজরুলের যাপিতজীবন এবং সৃষ্টি দুই মিলে এক অখণ্ড মহাজীবন যা নিবেদিত সকল শ্রেণির মানুষকে নিয়ে সম্প্রীতিতে সমৃদ্ধ ও অধিকতর উপভোগ্য একটি সাম্যবাদী পৃথিবী বিনির্মাণের স্বপ্নে ও সাধনায়।

কবি-গবেষক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

স্থিরচিত্রে ২০২১-২০২২

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ, ক্রেস্ট ও পুরস্কার বিতরণ।

জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক হস্তান্তরিত নথিপত্র গ্রহণ করছেন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

‘সেবাদান প্রতিশ্রুতি’ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

‘শেখ রাসেল দিবস’ উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে শেখ রাসেল কর্ণার উদ্বোধন।

‘শেখ রাসেল দিবস’ উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে গত ২২ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা উদ্বোধন করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে গত ২২ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে গত ২৪ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা (২য় পর্যায়) উদ্বোধন করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে গত ২৪ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা (২য় পর্যায়) ।

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ।

মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন মহাপরিচালক।

মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত শপথ অনুষ্ঠানে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত পেশাগত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি.

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত পেশাগত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহিদ দিবস-২০২২ আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আয়োজনে সেমিনার ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী উদ্বোধন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ।

২৫ শে মার্চ গণহত্যা দিবসে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া।

বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত বিশেষ পুস্তক ও প্রকাশনী প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন কমিটির সভাপতি কর্তৃক জন্মশত বার্ষিকী সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র জাতীয় আরকাইভসে হস্তান্তর।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা। তারিখ: ১৮ মে ২০২২ ।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা। তারিখ: ১৮ মে ২০২২ ।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল কর্তৃক বাংলাদেশ ফিল্ম আরকাইভ পরিদর্শন ও মতবিনিময়।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ। তারিখ: ১৯ মে ২০২২

ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'জাতীয় কবির জীবন ও দর্শন ও লেখনী' শীর্ষক সেমিনার। তারিখ: ২৫ মে ২০২২

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ০৯ জুন ২০২২ জাতীয় আরকাইভস ভবনে বেলুন উড়িয়ে দিবসটি উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ০৯ জুন ২০২২ জাতীয় আরকাইভস ভবনে প্রদর্শণীর উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার এর আয়োজন করা হয়।

এ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেসিক কোর্স (১১তম ব্যাচ)-শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া।

এ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেসিক কোর্স (১১তম ব্যাচ)-শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি।

পরিশিষ্ট-

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশনা ও সংগৃহীত নথিপত্রের সমন্বয়ে জাতীয় তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধকরণ	২৫	[১.১] নতুন ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহকরণ	[১.১.১] সংগৃহীত প্রকাশনা	সংখ্যা	৫	৫৫০০	৫৪০০	৫৩০০	৫২০০	৫১০০	৬১১৮	১০০	৫	
			[১.২] গবেষক ও পাঠক সেবা	[১.২.১] গবেষক ও পাঠক আগমন	জন	৮	১০৭৫০	১০০০০	৯৫০০	৯০০০	৮৫০০	১৫৫১৫	১০০	৮	
			[১.৩] ISBN নম্বর প্রদান	[১.৩.১] ইস্যুকৃত ISBN	সংখ্যা	৬	৬০০০	৫৯০০	৫৮০০	৫৭০০	৫৬০০	৯৬২২	১০০	৬	
			[১.৪] আরকাইভাল নথিপত্র সংগ্রহ	[১.৪.১] সংগৃহীত নথিপত্র	সংখ্যা	৬	৯৫০	৯০০	৮৫০	৮০০	৭৫০	১৪০৮	১০০	৬	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
২	সংগৃহীত প্রকাশনা ও আরকাইভাল নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ	২৫	[২.১] তথ্যসামগ্রী অ্যাকসেশন/ শ্রেণিকরণ/ ডাটাএন্ট্রির মাধ্যমে ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরি/ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির জন্য পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশ	[২.১.১] বই অ্যাকসেশন	সংখ্যা	৫	৬০০০	৫৯০০	৫৮০০	৫৭০০	৫৬০০	৪৫১৫৯	১০০	৫	
				[২.১.২] বইয়ের শ্রেণিকরণ নম্বর প্রদান	সংখ্যা	৫	৭৫০০	৭৪০০	৭৩০০	৭২০০	৭১০০	১৬১৬৫	১০০	৫	
				[২.১.৩] বই ও পত্রিকার ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরি	সংখ্যা	৫	৭৫০০	৭৪০০	৭৩০০	৭২০০	৭১০০	১৫৬৬৪	১০০	৫	
				[২.১.৪] জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন	তারিখ	২	৩০-০১-২০২২	২৮-০২-২০২২	৩০-০৩-২০২২	৩০-০৪-২০২২	৩০-০৫-২০২২	২৬-০১-২০২২	১০০	২	
				[২.১.৫] জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ	তারিখ	১	১৬-০৬-২০২২	১৮-০৬-২০২২	১৯-০৬-২০২২	২২-০৬-২০২২	২৬-০৬-২০২২	১৬-০৬-২০২২	১০০	১	
			[২.২] নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র মেরামত ও বাঁধাইকরণ	[২.২.১] নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ	সংখ্যা	৫	৫৫০০	৫৪০০	৫৩০০	৫২০০	৫১০০	৪০২৫৭	১০০	৫	
				[২.২.২] বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র মেরামত ও বাঁধাই	ভলিয়ুম	২	১০০০	৯৫০	৯০০	৮৫০	৮০০	১০৩৬	১০০	২	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৩	সংরক্ষিত প্রকাশনা ও নথিপত্রের ডিজিটাইজেশন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	২০	[৩.১] তথ্যসামগ্রীর ডিজিটাইজেশন (স্ক্যানিং) এবং আরকাইভস দিবস উদযাপন	[৩.১.১] বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র ডিজিটাইজকরণ	সংখ্যা	৪	২৫০০০০	২৪৯০০০	২৪৮০০০	২৪৭০০০	২৪৬০০০	২৬৮৪৯৪	১০০	৪	
				[৩.১.২] আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস	তারিখ	৪	০৯-০৬-২০২২					০৯-০৬-২০২২	১০০	৪	
			[৩.২] পেশাগত ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	জন	২	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫	১০০	১০০	২	
				[৩.২.২] অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান	জনঘন্টা	২	২০	১৮	১৬	১৪	১২	২৩	১০০	২	
			[৩.৩] সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	[৩.৩.১] সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা	সংখ্যা	৪	৩	২	১			৭	১০০	৪	
				[৩.৩.২] বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তরসংস্থা, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	১		৪	১০০	৪	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৯.২	১০০	১০	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						১০	১০০	১০	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						৪	১০০	৪	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						৩	১০০	৩	
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						৩	১০০	৩	
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	১০০	১০০

*সাময়িক (provisional) তথ্য

পরিশিষ্ট-খ

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন

বার্ষিক অগ্রগতি (জুলাই/২০২১-জুন/২০২২) প্রতিবেদন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা……………………………….২২													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	নৈতিকতা কমিটি	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪	অর্জিত
						অর্জন	১	১	১	১	৪		
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	নৈতিকতা কমিটি	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৬	অর্জিত
						অর্জন	৯০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৫%		
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	২	২	অর্জিত
						অর্জন	-	১	-	১	২		
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	২	অর্জিত
						অর্জন	১	১	১	১	৪		
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	মহাপরিচালক	সংখ্যা : ১; তারিখ : ৩০.১২.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০.১২.২০২১	-	-	১টি	২	অর্জিত
						অর্জন	-	২৭.১২.২০২১	-	-	১টি (২৭.১২.২০২১)		
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্ম-পরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০২১ ১৫.১০.২০২১ ১৫.০১.২০২২ ১৫.০৪.২০২২ ১৫.০৭.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.১০.২০২১	১৫.০১.২০২২	১৫.০৪.২০২২	১৫.০৭.২০২২		১	অর্জিত
						অর্জন	১১.১০.২১	১০.০১.২০২২	০৭.০৪.২০২২	০৭.০৭.২০২২	১১.১০.২১ ১০.০১.২২ ০৭.০৪.২২ ০৭.০৭.২২		
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা	৪	তারিখ	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	-	৪	মাঠ পর্যায়ে

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	অনুষ্ঠিত					অর্জন	-	-	-	-	-		কোন অফিস নেই।
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	মহাপরিচালক	৩০.০৬.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.০৬.২০২২		১	অর্জিত
						অর্জন	-	-	-	২১.০৬.২০২২	২১.০৬.২০২২		
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ০৮													
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	ডিডিও	৩০.০৯.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯.২০২১	-	-	-		২	অর্জিত
						অর্জন	১৭.৮.২১	-	-	-	১৭.৮.২১		
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		২	২০২১-২২ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত অধিদপ্তরের অনুমোদিত কোন প্রকল্প নেই।
						অর্জন	-	-					
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		২	
						অর্জন	-	-					
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		২	
						অর্জন	-	-	-	-			
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.................২০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৩.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার বিষয়ে লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ	লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ	৪	তারিখ	উপপরিচালক (আরকাইভস)	৩০.০৩.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	৩০.০৩.২০২২	-	-	-	অর্জিত হয়নি।
						অর্জন	-	-	-	-	-		
৩.২ অনলাইনে অডিটোরিয়ামের ভাড়া গ্রহণ	অনলাইনে ভাড়া গ্রহণ	৪	%	প্রোগ্রামার	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৪	অর্জিত
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৩.৩ মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে স্টোরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	স্টোরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	৪	তারিখ	মনিটরিং কমিটি	৩০.০৯.২০২১ ৩০.১২.২০২১ ৩০.০৩.২০২২ ৩০.০৬.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯.২০২১	৩০.১২.২০২১	৩০.০৩.২০২২	৩০.০৬.২০২২		৪	অর্জিত
						অর্জন	৩০.০৯.২০২১	২৮.১২.২০২১	৩০.০৩.২০২২	২৮.০৬.২০২২	৩০.০৯.২১ ২৮.১২.২১ ৩০.০৩.২২ ২৮.০৬.২২		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩.৪ বিল পরিশোধের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ	ধারাবাহিকভাবে বিল পরিশোধিত	৪	%	ডিডিও	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৪	অর্জিত
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৩.৫ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৪	সংখ্যা	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	২	৪	অর্জিত
						অর্জন	-	১	-	১	২		
সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর												৪৬	

পরিশিষ্ট-গ

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের **ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২**

বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই-২০২১-জুন-২০২২)

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			মন্তব্য
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান	
							১০০%	৮০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩৫	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫				২৩/০৩/২০২২ সদস্য ফরম সহজ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫				২৩/০৩/২০২২ সদস্য ফরম সহজ করা হয়েছে।
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫				২৩/৩/২০২২ জাতীয় আরকাইভসের পত্রিকার ক্যাটালগ ওয়েব সাইটে প্রদান করা হয়েছে।
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪				৩১ আগষ্ট ২০২১ এবং ৮ মার্চ ২০২২ তারিখ সভা আয়োজিত
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬				৮০%
			[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪		১	-	গত ২২/০৫/২০২২ খ্রি. ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
ন ২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	১৫	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪				করা হয়েছে।
				[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২				প্রকাশ করা হয়েছে।
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত		৩				আয়োজন করা হয়েছে।
				[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	৯৯% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩				করা হয়েছে।
				[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২	প্রেরণ করা হয়েছে।
				[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/ ২০২২	৩০/০৬/২০২২	-	গত ২২ মে ২০২২ বাংলাদেশ ফিল্ম আরকাইভস পরিদর্শন করা হয়।

<u>পরিশিষ্ট-ঘ</u>
<u>সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)</u>

১. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision) : ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠন।

অভিলক্ষ্য (Mission) : আইনগত রক্ষক হিসেবে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আরকাইভ্যাল ডকুমেন্টস ও জ্ঞানসামগ্রীর স্থায়ী সুরক্ষা এবং তথ্য/গবেষণা সেবাদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সচেতন জাতি গঠনে সহযোগিতা করা।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ :

২.১) নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	নতুন প্রকাশনা জমা গ্রহণের রশিদ প্রদান	নির্দিষ্ট ফরমে প্রকাশনা জমাদানের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	নির্দিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক সৃজনশীল প্রকাশনা জমাদান। **ফরম প্রাপ্তিস্থান :** বিবলিওগ্রাফি (সংগ্রহ) শাখা।	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	মোঃ মিজানুর রহমান মাইক্রোফিল্ম অফিসার ও বিবলিওগ্রাফার (সংগ্রহ), অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৩৫ মোবাইল : +৮৮-০১৭৩২৭১০০২৭ ইমেইল : mizan.nlb2@gmail.com
০২.	ISBN বরাদ্দ সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে অনলাইনে QR Code সহ ISBN প্রদান	১. ISBN বরাদ্দের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের (www.nanl.gov.bd অথবা সরাসরি http://isbn.teletalk.com.bd/) আইএসবিএন সংক্রান্ত অংশে 'ISBN অনলাইন আবেদন' এ ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশনপূর্বক আবেদন করা যায়। ২. রেজিস্ট্রেশনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি, স্বাক্ষর নির্ধারিত রেজুলেশন অনুযায়ী সংযুক্ত করতে হয়। প্রকাশক রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সও সংযুক্ত করতে হয়। **প্রাপ্তিস্থান :** বর্ণিত ওয়েব লিংক।	প্রতিটি ISBN ফি ৫০/- <u>সার্ভিস চার্জ ৬/-</u> মোট=৫৬/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** টেলিটক মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	**<u>ISBN বরাদ্দের সময়সূচি :</u>** সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত। (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)	মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪৫ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল : jamal_nlbd@yahoo.com

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৩.	পুস্তকাদি ও পত্র-পত্রিকার রেফারেন্স সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে চাহিদাকৃত তথ্য সরবরাহ	১. নিয়মিত তথ্যসেবা ও গবেষণা সেবা পেতে গবেষক সদস্য হতে হয়। ২. প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য আনুষ্ঠানিক পত্র জমা দিতে হয়। ৩. নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন ও রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা লিখতে হয়। **প্রাপ্তিস্থান :** বিবলিওগ্রাফি (প্রকাশনা ও রেফারেন্স) শাখা।	১. বিনামূল্যে । ২.নির্দিষ্ট তথ্যের হার্ডকপি/ সফটকপি/ফটোকপি/স্ন্যাপ প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হয়। **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	ক. ০১ (এক) কর্মদিবস খ. আনুষ্ঠানিক পত্র প্রাপ্তির ০২ কর্মদিবসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ	মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন বিবলিওগ্রাফার (প্রকাশনা ও রেফারেন্স) ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৮ মোবাইল : +৮৮-০১৭৫৪৪৭৮৬৭১ ইমেইল : muslim.uddin@nanl.gov.bd
০৪.	জাতীয় আরকাইভসের সদস্য কার্ড (ক) নতুন কার্ড প্রদান (খ) কার্ড নবায়ন	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	১. সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি-০১ কপি। ২. অফিসিয়াল আইডি অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি। ৩. পাসপোর্টের ফটোকপি (বিদেশিদের ক্ষেত্রে)। ৪. তত্ত্বাবধানকারীর সুপারিশপত্র (গবেষকদের ক্ষেত্রে)। ৫. নির্ধারিত ফরম পূরণ। ৬. নবায়নের ক্ষেত্রে পুরাতন সদস্য কার্ড জমা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** সদস্য ফরম ৩০৬ নং কক্ষ এবং ওয়েবসাইটে (www.nanl.gov.bd)	১. গবেষক সদস্য ফি (সাধারণ) ৫০/- ২. বিশেষ গবেষক সদস্য ফি- ১০০/- ৩. বিদেশি গবেষক সদস্য ফি- ২০০/- ৪. গবেষক সদস্য (সাধারণ) প্রতি বছর নবায়ন ফি ২৫/- ৫. বিশেষ গবেষক সদস্য প্রতি বছর নবায়ন ফি-৫০/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস	মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৯ মোবাইল : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ ই-মেইল : elias_004@yahoo.com
০৫.	জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য কার্ড (ক) নতুন কার্ড প্রদান (খ) কার্ড নবায়ন	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	১. নির্দিষ্ট সদস্য ফরম পূরণপূর্বক জমা। ২. জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি। ৩. পাসপোর্ট সাইজের ছবি-০২ কপি। ৪. পাসপোর্টের ফটোকপি (বিদেশিদের ক্ষেত্রে)। **প্রাপ্তিস্থান :** সদস্য ফরম ২০৬ নং কক্ষ এবং ওয়েবসাইটে (www.nanl.gov.bd)	১. সাধারণ পাঠক-৫০/- ২. গবেষক-১০০/- ৩. বিদেশি গবেষক-২০০/- ৪. সাধারণ পাঠক-প্রতি বছর নবায়ন ফি-২৫/- ৫. গবেষক-প্রতি বছর নবায়ন ফি-৫০/-	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস	মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৬.	গবেষক ও পাঠক সেবা (তথ্যসেবা)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	১. সদস্য কার্ড প্রদর্শন। ২. রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা লিখন। ৩. রেফারেন্স ও গবেষণা সেবার জন্য ফরমে চাহিদা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** জাতীয় গ্রন্থাগারের ০৩টি পাঠকক্ষ ও জাতীয় আরকাইভসের গবেষণা কক্ষে চাহিদার ফরম পাওয়া যায়।	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	**জাতীয় গ্রন্থাগার** মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com
০৭.	মানচিত্র সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	নির্দিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক চাহিদাপত্র দাখিল। **প্রাপ্তিস্থান :** জাতীয় আরকাইভসের কক্ষ নং- ৩০১ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কক্ষ নং- ৩০৫	১. বিনামূল্যে ২. হার্ডকপি/ সফটকপি/ ফটোকপি প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হয়। **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০১ (এক) কর্মদিবস	**জাতীয় আরকাইভস** মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৯ মোবাইল : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ ই-মেইল : elias_004@yahoo.com
০৮.	জাতীয় গ্রন্থাগারের অনলাইন ক্যাটালগ (OPAC)	ওয়েবসাইটে প্রবেশ	www.nanl.gov.bd	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	মোঃ হারিছ সরকার প্রোগ্রামার ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪৩ মোবাইল : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ ই-মেইল: haris@nanl.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৯.	ফটোকপি সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	১. চাহিদা ফরমে পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখতে হয়। ২. সরকার নির্ধারিত ফি জমা দিতে হয় । **প্রাপ্তিস্থান :** জাতীয় গ্রন্থাগারের কক্ষ নং-২০৬ ও জাতীয় আরকাইভসের কক্ষ নং-৩০১	১। বই (প্রতি পৃষ্ঠা) ২/- ২। গেজেট/নথিপত্র (প্রতি পৃষ্ঠা) ৫/- ৩। পত্রিকা (প্রতি পৃষ্ঠা) ৫/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০১ (এক) কর্মদিবস	<u>**জাতীয় গ্রন্থাগার**</u> মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com <u>**জাতীয় আরকাইভস**</u> মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৯ মোবাইল : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ ই-মেইল : elias_004@yahoo.com
১০.	স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	১. নির্দিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক চাহিদাপত্র দাখিল। ২. অন্য শাখা থেকে আসা চাহিদা। **প্রাপ্তিস্থান :** জাতীয় আরকাইভসের কক্ষ নং- ৫০৮ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কক্ষ নং-৩০৪	১। বই (প্রতি পৃষ্ঠা) ৫/- ২। গেজেট/নথিপত্র (প্রতি পৃষ্ঠা) ১০/- ৩। পত্রিকা (প্রতি পৃষ্ঠা) ১০/- ৪। ক্যামেরার সাহায্যে তথ্যের ছবি ধারণ (প্রতি স্ন্যাপ) ২/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০১ (এক) কর্মদিবস	<u>**জাতীয় আরকাইভস**</u> মোঃ হারিছ সরকার প্রোগ্রামার ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪৩ মোবাইল : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ ই-মেইল: haris@nanl.gov.bd <u>**জাতীয় গ্রন্থাগার**</u> মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com
১১.	Wi-Fi ইন্টারনেট	সদস্য হওয়ার পর	সদস্যদের জন্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন গবেষণা ও পাঠকক্ষ	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান সহকারী প্রোগ্রামার ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-৩১৬ মোবাইল : +৮৮-০১৭১৮৪৪৩০৮৪ ই-মেইল : monirk1985@yahoo.com
১২.	ক্রয়কৃত পণ্য/কাজ/সেবার মূল্য পরিশোধ	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে চেক/নগদ প্রদান	১.প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদনের কপি। ২. ভাউচার/বিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্টক এন্ট্রিসহ)। ৩. টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্যাদেশ, সিএসসহ সিডিউলে বর্ণিত সকল কাগজপত্র। (অধিদপ্তর ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত কাগজপত্র সরবরাহ করবেন।) **প্রাপ্তিস্থান :** হিসাব শাখা	বিনামূল্যে	২০ (বিশ) কর্মদিবস	মোঃ হারিছ সরকার প্রোগ্রামার ও ডিডিও ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ ই-মেইল: haris@nanl.gov.bd

২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা :

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	পরিদর্শন সেবা	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে ০৩ কর্মদিবস পূর্বে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। **প্রাপ্তিস্থান :** (১) জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শনের জন্য উপপরিচালক (আরকাইভস) এর দপ্তরে আবেদন জমা দিতে হয়। (২) জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শনের জন্য চীফ বিবলিওগ্রাফার/ উপপরিচালক এর দপ্তরে আবেদন জমা দিতে হয়।	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	**জাতীয় আরকাইভস** তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল : tani.nlb@gmail.com **জাতীয় গ্রন্থাগার** মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪৫ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল: jamal_nlbd@yahoo.com
০২.	পরামর্শ সেবা	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	১. পরামর্শ সেবার জন্য অনলাইন অথবা সরাসরি অনুরোধপত্র প্রেরণ করতে হয়। ২. কী ধরনের পরামর্শ তা উল্লেখ করতে হয়। **প্রাপ্তিস্থান :** মহাপরিচালকের দপ্তরে আবেদন জমা দিতে হয়।	চাহিত পরামর্শের ধরন/প্রকৃতি অনুযায়ী ফি/সম্মানী নির্ধারিত হয়	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে এ ধরনের পরামর্শ সেবা দেয়া হয়।	**জাতীয় আরকাইভস** তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল : tani.nlb@gmail.com **জাতীয় গ্রন্থাগার** মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪৫ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল: jamal_nlbd@yahoo.com
০৩.	পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান (আরকাইভস)	মহাপরিচালকের অনুমোদন	১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। ২. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল : tani.nlb@gmail.com
০৪.	পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান (লাইব্রেরি)	মহাপরিচালকের অনুমোদন	১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। ২. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে	মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪৫ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল: jamal_nlbd@yahoo.com

০৫.	অডিটোরিয়াম ভাড়া প্রাপ্তি (লাইব্রেরি)	মহাপরিচালকের অনুমোদন	১. অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্যাডে/সাদা কাগজে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। ২. ফি জমাদানের কোড সংবলিত ট্রেজারি চালানের কপি জমা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা।	১.পূর্ণ দিবস : (১০০০০+১৫% ভ্যাট)=১১৫০০/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** ব্যাংক চালানের মাধ্যমে ।	খালি থাকা সাপেক্ষে ০২ (দুই) কর্মদিবস	মোঃ আবু দাউদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) সংযুক্ত ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-৩২২ মোবাইল : +৮৮-০১৭১৪৫৬৮১৫১ ইমেইল : abudaudnlb@gmail.com
০৬.	অডিটোরিয়াম ভাড়া প্রাপ্তি (আরকাইভস)	মহাপরিচালকের অনুমোদন	১. অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্যাডে/সাদা কাগজে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। ২. ফি জমাদানের কোড সংবলিত ট্রেজারি চালানের কপি জমা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা ও চীফ বিবলিগ্রাফার/উপপরিচালক এর দপ্তর। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা ও চীফ বিবলিগ্রাফার/উপপরিচালক এর দপ্তর।	১.পূর্ণ দিবস : (১০০০০+১৫% ভ্যাট)=১১৫০০/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** ব্যাংক চালানের মাধ্যমে ।	খালি থাকা সাপেক্ষে ০২ (দুই) কর্মদিবস	মোঃ আবু দাউদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) সংযুক্ত ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-৩২২ মোবাইল : +৮৮-০১৭১৪৫৬৮১৫১ ইমেইল :abudaudnlb@gmail.com

৩) সেবাগ্রহীতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা :

ক্রমিক নং	**প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়**
০১.	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান;
০২.	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সেবামূল্য পরিশোধ করা;
০৩.	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত থাকা;
০৪.	ধৈর্য সহকারে সেবা গ্রহণ করা;
০৫.	ভদ্রতা ও নীরবতা বজায় রাখা এবং
০৬.	সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য সচেষ্ট থাকা।

৪) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) :

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন বিবলিওগ্রাফার (প্রকাশনা ও রেফারেন্স) ফোন : ০১৭৫৪৪৭৮৬৭১ ইমেইল : muslim.uddin@nanl.gov.bd	৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস
২.	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	মহাপরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১৬৮৩ ইমেইল : dg@nanl.gov.bd ওয়েব পোর্টাল : www.nlb.gov.bd	২০ (বিশ) কর্মদিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেইট বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েব : www.grs.gov.bd	৬০ (ষাট) কর্মদিবস

৫) সাধারণত যে সকল কারণে আবেদন বাতিল হয় অথবা সেবা প্রদান সম্ভব হয় না :

ক্রমিক নং	**যে সকল কারণে আবেদন বাতিল অথবা সেবা প্রদান সম্ভব হয় না**
১.	আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে।
২.	নির্ধারিত সেবামূল্য পরিশোধ করা না হলে।
৩.	নিয়মকানুন (Rules & Regulations) বহির্ভূত কার্যক্রম সংঘটিত হলে।

পরিশিষ্ট-৬

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন
(জুলাই ২০২১-জুন ২০২২)

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন	মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	৫	সংখ্যা	৪	১	১	১	১	৪	৫	-
পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতাবৃদ্ধি	[২.১] নিদিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[২.১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৮	%	৯০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ২৫টি এবং নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ২৫টি।
	[২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআর এস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.২.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৫	সংখ্যা	৪	১	১	১	১	৪	৫	-
	[২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	৩	সংখ্যা	৪	১	১	১	১	৪	৩	-
	[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা	[২.৪.১] সভা অনুষ্ঠিত	৪	সংখ্যা	২	-	১	-	১	২	৪	১ম সভা : ১৩/১২/২০২১ ২য় সভা : ১৮/০৫/২০২২
		মোট নম্বর	**২৫**							**মোট অর্জিত নম্বর**	**২৫**	**১০০%**

পরিশিষ্ট-চ

জাতীয় আরকাইভসের উপদেষ্টা পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ এর ৫ ধারায় অর্পিত ক্ষমতা বলে নিম্নলিখিত ১৭ সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় আরকাইভসের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে :

ক্রমিক নং	নাম	পদমর্যাদা
১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	ড. আশফাক হোসেন, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	ড. চিত্তরঞ্জন মিশ্র, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	ড. খো. লুৎফুল এলাহী, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আরকাইভ	সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
১৭.	মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

০২। উক্ত পরিষদ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ -এর ৬ ও ৭ ধারার আলোকে সকল কার্য সম্পাদন করবে।

জাতীয় আরকাইভস উপদেষ্টা পরিষদের সভা প্রতি বছর ন্যূনতম দুইবার অনুষ্ঠিত হবে। সভার সুপারিশের আলোকে জাতীয় আরকাইভস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

<u>পরিশিষ্ট-ছ</u>

জাতীয় আরকাইভসের গবেষণা ফরম

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
Directorate of Archives and Libraries
বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস
National Archives of Bangladesh
গবেষণা করার জন্য আবেদনপত্র।
Application form for Research

গবেষকের ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি 1(One) copy PP size picture of Researcher

পরিচালক / Director
বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস, ঢাকা।
National Archives of Bangladesh, Dhaka.

মহোদয় / Sir

আমি আমার গবেষণার প্রয়োজনে জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত নথিপত্র দেখতে আগ্রহী। অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি প্রদানে বাধিত করিবেন।
Kindly enrole me as a research scholar for consulting records Preserved in the National Archvies of Bangladesh.

নাম ঃ
Name :

ব্যক্তিগত তথ্য / PERSONAL INFORMATION

পিতার নামঃ Father's Name:		মাতার নামঃ Mother's Name:			
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ Educational Qualification:		পেশাঃ Profession :			
পদবী ঃ Designation:		প্রতিষ্ঠানের নামঃ Name of Organization:			
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাঃ Organization Addr:					
ইমেইল ঃ Email :		অফিসিয়াল ফোনঃ Official Phone:			
জাতীয়তাঃ Nationality:		পাসপোর্ট নাম্বারঃ Pasport No:			
জাতীয় পরিচয়পত্র নংঃ National ID No:		জন্ম তারিখঃ Date of Birth:		রক্তের গ্রুপঃ Blood Group:	

বর্তমান ঠিকানাঃ/ Present Address:

গ্রাম/বাড়ী নং- House No /Vill :		পোঃ/রোড নং Road No /P.O :			
মোবাইল নাম্বারঃ Mobile Number:		থানা/শহর ঃ City / Thana :		জেলাঃ District:	

স্থায়ী ঠিকানাঃ / Permanent Address:

গ্রাম/বাড়ী নং- House No /Vill :		পোঃ/রোড নং Road No /P.O :			
থানা/শহর ঃ City / Thana :		জেলা ঃ District:			
টেলিফোন নাম্বার Telephone :		পোষ্ট কোড ঃ Post Code :		বিভাগঃ Division :	

গবেষণার তথ্য / Research Information:

গবেষণার বিষয়ঃ Field of Research:	
কি ধরনের নথিপত্র দেখতে আগ্রহী? Particular of records to be consulted:	
কতদিন গবেষণা করতে ইচ্ছুক? Period of Research:	

আমি বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আমার গবেষণা বিষয়বস্তু ছাপানোর পর এক কপি জাতীয় আরকাইভসে জমা দিতে অংগীকার করিলাম
I agree to comply with the rules and conditions in force and promised to deposit a copy each of my work based on the materials consulted at the National Archives of Bangladesh immediately after its publication.

তারিখ / Date: dd mm yy   স্বাক্ষর / Sign

<u>পরিশিষ্ট-জ</u>

জাতীয় আরকাইভস/জাতীয় গ্রন্থাগারের গবেষক/পাঠক সদস্য এর জন্য আবেদন ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

বরাবর
মহাপরিচালক
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
ঢাকা।

মহোদয়
আমি জাতীয় আরকাইভস/ জাতীয় গ্রন্থাগারের গবেষক/ সাধারণ পাঠক সদস্য হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদিসহ তথ্যাদি পেশ করলাম।

০১. নাম : ....

০২. পিতার নাম : ....

০৩. মাতার নাম : ....

০৪. বর্তমান ঠিকানা : ....

০৫. কর্মক্ষেত্র (যদি থাকে) : ....

০৬. পেশা : .... ০৭. মোবাইল : ....

০৮. ইমেইল : ....

০৯. পাসপোর্ট (কেবলমাত্র বিদেশীদের জন্য) : ....

১০. জাতীয় পরিচয়পত্র (সংযুক্তকরণ) : ....

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমাকে জাতীয় আরকাইভস/ জাতীয় গ্রন্থাগারের গবেষক/ সাধারণ পাঠক এর সদস্যতা প্রদান করলে আমি আরকাইভস ও গ্রন্থাগারের প্রচলিত বিধি ও নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবো।

তারিখ : আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-ঝ

জাতীয় আরকাইভস ব্যবহার নির্দেশিকা

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস-এর আরকাইভাল রেকর্ডস গবেষণা, ব্যবহার ও তথ্যসেবা সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশিকা অনুসৃত হবে :

১. জাতীয় আরকাইভসে গবেষণা করার জন্য সদস্য হতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষকের পরিচিতি এবং গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত হয়ে সদস্য করা হবে।
২. জাতীয় আরকাইভস ব্যবহারের জন্য একজন গবেষককে 01 (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ নির্ধারিত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে গবেষণা কর্মকর্তা-এর নিকট দাখিল করতে হবে।
৩. এম.ফিল/পিএইচ.ডি গবেষকের ক্ষেত্রে সুপারভাইজার/বিভাগীয় সভাপতি এবং চাকরিরত গবেষকদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অনুরোধপত্রসহ আবেদন করতে হবে।
৪. বিদেশি গবেষককে আবেদনপত্রের সঙ্গে পাসপোর্টের ফটোকপি এবং এ দেশীয় সুপারভাইজারের অনুরোধপত্র জমা দিতে হবে। পাসপোর্ট প্রদর্শন করলে তাৎক্ষণিক স্ক্যান করে ফেরত প্রদান করা হবে।
৫. গবেষক গবেষণাকক্ষে বসে গবেষণার কাজ করবেন এবং সংরক্ষণাগার বা স্ট্যাক ব্লকে প্রবেশ করতে পারবেন না।
৬. গবেষককে সেবা গ্রহণের পূর্বে জাতীয় আরকাইভস থেকে প্রদত্ত পরিচয়পত্র/আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।
৭ গবেষণাকক্ষে রক্ষিত রেজিস্টারে গবেষকের নাম, অন্যান্য তথ্য এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৮. গবেষকগণ চাহিত রেকর্ড/তথ্য পাওয়ার জন্য গবেষণাকক্ষ থেকে সরবরাহকৃত নির্ধারিত রিক্যুইজিশন স্লিপ ব্যবহার করবেন।
৯. গবেষণাকক্ষে ব্যাগ, ক্যামেরা, খাবার, পানি ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। তবে গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ প্রয়োজনে উপপরিচালক (আরকাইভস)-এর লিখিত অনুমতি গ্রহণপূর্বক ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করা যাবে। লিখিত অনুমতিতে অবশ্যই কি ধরনের নথি এবং নথি থেকে কত কপি ছবি তোলা হবে তা উল্লেখ থাকতে হবে।
১০. গবেষণার সময় জাতীয় আরকাইভস থেকে সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্রে কোন প্রকার দাগ, মার্ক, আঠাযুক্ত কাগজ এবং কলম/পেন্সিল ব্যবহার করা যাবে না।
১১. রেকর্ডের উপর হাত রেখে পড়া, রেকর্ডের উপর কাগজ রেখে লেখা এবং রেকর্ড ভাজ করা যাবে না। রেকর্ড সবসময় টেবিলের উপর সমতলে রেখে পড়তে হবে।১২. ডিজিটাল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গবেষণা শাখায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক আইটি শাখা হতে ডিজিটাল নথিপত্র ব্যবহার করতে পারবেন। আইটি শাখায় ব্যক্তিগত ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ, হার্ডড্রাইভ বা অন্য কোন ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ ও ব্যবহার করা যাবে না।

১৩. জাতীয় আরকাইভসের রেকর্ডসমূহ জাতীয় সম্পদ। কোন অবস্থাতেই এর কোন প্রকার ক্ষতি বা বিনষ্ট করা যাবেনা। যদি কোন ব্যক্তি রেকর্ডের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করেন বা চেষ্টা করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায়সহ দেশের প্রচলিত আইন এবং জাতীয় আরকাইভস আইনের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪. একজন গবেষককে তার গবেষণার প্রয়োজনে একটি ভলিউম থেকে একত্রে সর্বোচ্চ 10 (দশ) পৃষ্ঠা ফটোকপি প্রদান করা যেতে পারে। ফটোকপি করার পূর্বেই নিয়ম মাফিক ফটোকপির মূল্য পরিশোধ করে রসিদ গ্রহণ করতে হবে **(প্রতি পৃষ্ঠা পত্রিকা 5 টাকা; দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, নথি, গেজেট 5 টাকা; সাধারণ গ্রন্থ 2 টাকা এবং প্রতি পৃষ্ঠা স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং 10 টাকা, ক্যামেরা স্নাপ 2 টাকা হবে)।**
১৫. জাতীয় আরকাইভসের কোন রেকর্ডপত্র সরকারি প্রয়োজনে অন্য দপ্তরে/নথি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানে নেওয়ার প্রয়োজন হলে মহাপরিচালকের লিখিত অনুমোদনক্রমে 15 (পনের) দিনের জন্য গ্রহণ করা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত রেকর্ডপত্র কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়া ফেরত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার আপত্তি/কারণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
১৬. অফিসের প্রয়োজনে জাতীয় আরকাইভসের কোন রেকর্ডপত্র অধিদপ্তরের বাহিরে নেওয়ার প্রয়োজন হলে পরিচালক/উপপরিচালক (আরকাইভস)-এর স্বাক্ষরযুক্ত গেট পাস গ্রহণ করতে হবে।
১৭. জাতীয় আরকাইভস থেকে সংগৃহীত তথ্যেরভিত্তিতে প্রণীত গবেষণাকর্মে **"জাতীয় আরকাইভস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে"** মর্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।
১৮. সংরক্ষণাগার বা স্ট্যাক ব্লকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত অন্যদের প্রবেশ সীমিত থাকবে।
১৯. গবেষণাকক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
২০. উল্লিখিত নীতিমালা সকলকে মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
২১. কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও বিয়োজনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬-৭-২০১৮
দিলীপ কুমার সাহা
মহাপরিচালক

পরিশিষ্ট-ঞ

কপিরাইট আইনে পুস্তক জমাদান

জাতীয় গ্রন্থাগার নতুন প্রকাশনা জমাদান নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে :

১। জাতীয় গ্রন্থাগারে কপিরাইট আইনে নতুন প্রকাশনা নিজ দায়িত্বে জমাদান দেশের আইনের প্রতি লেখক ও প্রকাশকগণের শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় বহন করে। এর ফলে লেখক ও প্রকাশকগণ দায়িত্বশীল লেখক, প্রকাশক ও সুনাগরিক হিসেবে গণ্য হন।

২। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রকাশনার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত হয়।

৩। সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার পরিচিতি বৃদ্ধি পায় ও দেশের প্রকাশনা শিল্পে বাণিজ্যিকভাবে এক ইতিবাচক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের প্রকাশনা শিল্পের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়।

৪। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষক ও তথ্যসেবা গ্রহণকারীগণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার ব্যবহার সুবিধা নিশ্চিত হয়।

৫। দেশের মানুষের মেধা মনন, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা সংবলিত প্রকাশনার তথ্যাবলি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির মাধ্যমে বহির্বিশ্বে তুলে ধরা সম্ভব হয়।

৬। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের ভূখন্ডে যে পরিমাণ সৃজনশীল মৌলিক প্রকাশনা প্রকাশিত হয় তার একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, কপিরাইট আইন অনুযায়ী নতুন প্রকাশনা (সংবাদপত্র প্রকাশ পাওয়া মাত্র ও বই প্রকাশের ৬০দিনের মধ্যে) জাতীয় গ্রন্থাগারে জমাদানের বিধান রয়েছে। কপিরাইট আইনের ৬৫ নং ধারায় অর্পিত ক্ষমতা বলে উক্ত আইন লঙ্ঘনকারী প্রকাশকদের ১০০০/-(এক হাজার) টাকা পর্যন্তঅর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া
মহাপরিচালক

পরিশিষ্ট-ট

বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অপরিমেয় ঐতিহ্য শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১২৭.১৮.১৪৬.২২. ৭৮২ তারিখ : ৩০ ভাদ্র ১৪২৯ / ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২

অফিস আদেশ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার গত ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) মূল্যায়ন করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত ৩(তিন) সদস্যের বিশেষজ্ঞ পুল মূল্যায়ন সিট জমা দিয়েছেন। উক্ত মূল্যায়ন সিটে সকল দপ্তর/সংস্থার অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-তে প্রাপ্ত নম্বর (৭০)	আবশ্যক ৫টি কর্মপরিকল্পনায় প্রাপ্ত নম্বর (৩০)	মোট নম্বর
১.	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	৭০	২৭.৮	৯৭.৮ (১ম)
২.	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৬৮	২৭.৬	৯৫.৬ (২য়)
৩.	বাংলা একাডেমি	৬৭	২৬.৭৫	৯৩.৭৫ (৩য়)
৪.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	৬৮	২৫	৯৩ (৪র্থ)
৫.	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৬৮	২৩.৩	৯১.৩ (৫ম)
৬.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী	৬৮.১	২২.৪	৯০.৫ (৬ষ্ঠ)
৭.	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট	৬৮	২২.২	৯০.২ (৭ম)
৮.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	৬৬	২৩.৭	৮৯.৭ (৮ম)
৯.	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	৬৬.৩	১২.২	৭৮.৫ (৯ম)
১০.	কপিরাইট অফিস	৫৬	১৮.১	৭৪.১ (১০ম)
১১.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি	৫৩	১৮	৭১ (১১তম)
১২.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোনা	৫০.৫	১৭.৫	৬৮ (১২তম)
১৩.	কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার	৪৫	১৭	৬২ (১৩তম)
১৪.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান	৪৭	১৫	৬২ (১৩তম)
১৫.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি	৪৬	১৪	৬০ (১৪তম)
১৬.	মণিপুরি ললিতকলা একাডেমী, মৌলভীবাজার	৪৭	১৩	৬০ (১৪তম)
১৭.	রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী, রাজশাহী	৪৫.৫	১২.৫	৫৮ (১৫তম)

০২। এমতাবস্থায়, গত ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-তে সংশ্লিষ্ট সকলের অবস্থান নির্দেশক্রমে জানানো হলো।

১৪/৯/2022

(মো: সুলতান মাহমুদ)
সহকারী সচিব

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা, যুগ্মসচিব
কর্মসম্পাদন নীতি ও মূল্যায়ন অধিশাখা]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

১. যুগ্মসচিব ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশে অনুরোধসহ)।
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

পরিশিষ্ট-

শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	**সংক্ষিপ্ত শব্দ**	**পূর্ণরূপ**
1.	**আ.**	আরকাইভস
2.	**লাই.**	লাইব্রেরি
3.	**ACCU**	Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO
4.	**APA**	Annual Performance Agreement
5.	**APIN**	Asia Pacific Information Network
6.	**BNB**	Bangladesh National Bibliography
7.	**CDNLAO**	Conference of Directors of National Libraries of Asia and Oceania
8.	**GRS**	Grievance Redress System
9.	**KPI**	Key Point Installation
10.	**ICA**	International Council on Archives
11.	**IFLA**	International Federation of Library Associations and Institutions
12.	**ISBN**	International Standard Book Number
13.	**OPAC**	Online Public Access Catalogue
14.	**SWARBICA**	South and West Asian Regional Branch of the International Council on Archives
15.	**WWW**	World Wide Web
16.	**Wi-Fi**	Wireless Fidelity (Wirless Internet)